ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে

কামিল (স্নাতকোত্তর) আল-ফিকহ বিভাগ ২য় পর্ব

ফিকহ ২য় পত্র: ফিকহুল মুআশারাহ ও মুসলিম পারিবারিক আইন

ক বিভাগ: ফিকহুল মুয়াশারাহ (রচনামূলক প্রশ্ন)

রদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার

কিতাবুন নিকাহ (বিবাহ পর্ব)

২১. নিকাহ (বিবাহ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? নিকাহের উদ্দেশ্য ও ফায়েদা (উপকারিতা) সবিস্তারে আলোচনা কর। (ما هو تعريف النكاح لغة وشرعا؟ ناقش مقاصد النكاح وفوائده بالتفصيل)

২২. নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ ও সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর। (اشرح أركان عقد النكاح والشروط اللازمة لصحته في الفقه الحنفي)

২৩. বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এর বিধান কী? ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত জরুরি? (ما هو حكم الإيجاب والقبول في النكاح؟ وما هي الشروط الضرورية لصحة الإيجاب والقبول؟)

২৪. বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী (অভিভাবক)-এর ভূমিকা কী? ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما هو دور الولي في النكاح؟ حلل زواج المرأة بدون ولي على ضوء حاشية ابن عابدين)

২৫. কোন কোন ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা হারাম (মুহাররামাত)? হারাম হওয়ার কারণগুলো (যেমন বংশ, দুগ্ধপান, বৈবাহিক সম্পর্ক) বিস্তারিত আলোচনা কর। (ما هي أنواع النساء المحرمات في الزواج؟ ناقش بالتفصيل أسباب التحريم (كالنسب، والرضاع، والمصاهرة)

২৬. মুহাররামাত বিল মুসাহারা (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) বলতে কী বোঝায়? এর ভিত্তি ও শর্তগুলো কী কী? (ما المقصود بالمحرمات بالمصاهرة؟ وما هي مستنداتها وشروطها؟)

২৭. দুগ্ধপান-এর মাধ্যমে কীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়? দুগ্ধপানের শর্ত ও প্রভাবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর। (كيف يثبت التحريم بالرضاع؟ واذكر شروط الرضاع وتأثيراته بالتفصيل)

২৮. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে ফাসিদ নিকাহ এবং বাতিল নিকাহের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ কর। (حلل الفروق الجوهرية بين "النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع الأمثلة على ضوء حاشية ابن عابدين)
২৯. ইদ্দত (বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা)-এর সংজ্ঞা দাও। ইদ্দত কয় প্রকার ও এর বিধান কী? সবিস্তারে আলোচনা কর। (عرف العدة - كم نوعا للعدة وما حكمها؟ بين بالتفصيل)
৩০. ফিকহী দৃষ্টিতে মোহর (দেনমোহর)-এর সংজ্ঞা কী? মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর। (ما هو تعريف المهر من الناحية الفقهية؟ واشرح الفرق بين المهر المسمى ومهر المثل)
৩১. মহর কখন ওয়াজিব হয়? কখন মহরের পুরোটা এবং কখন অর্ধেক ওয়াজিব হয়- বিশ্লেষণ কর। (حلل متى يجب المهر؟ متى يجب المهر كله ومتى يجب نصفه)
৩২. নিকাহের ক্ষেত্রে কুফু (সামাজিক সমতা)-এর প্রয়োজনীয়তা কী? কুফুর ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। (ما هي ضرورة الكفاءة (التكافؤ الاجتماعي) في النكاح؟ وناقش توجه المذهب الحنفي في مسألة الكفاءة)
৩৩. নিকাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী (শাহাদাত)-এর বিধান কী? সাক্ষী না থাকলে বা সাক্ষী ফাসেক হলে নিকাহের হুকুম কী হবে? (ما هو حكم الشهادة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح إذا لم يوجد شهود أو كان الشهود فساقا؟)
৩৪. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের বিবাহ সম্পন্ন করার অধিকার নিয়ে হানাফি ফিকহের অবস্থান ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে আলোচনা কর। (ناقش موقف الفقه الحنفي حول "أحقية الفتاة" في إتمام زواجها بنفسها على ضوء حاشية ابن عابدين)
৩৫. এক ব্যক্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কী? এর শর্ত ও সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা কর। (ما هو حكم تعدد الزوجات للرجل؟ ناقش شروطها وقيودها)
৩৬. মুত'আ (সাময়িক বিবাহ) ও নিকাহ মুয়াক্কাত (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ)-এর বিধান কী? হানাফি ফিকহে এগুলোর হুকুম সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর।

ما هو حكم زواج المتعة والنكاح المؤقت؟ اشرح بالتفصيل حكم هذه الأنواع في الفقه الحنفي)
৩৭. স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও কর্তব্যগুলো কী কী? এগুলোর ভারসাম্য রক্ষায় শরীয়তের নির্দেশনা আলোচনা কর। (ما هي الحقوق والواجبات بين الزوجين؟ ناقش إرشادات الشريعة في الحفاظ على التوازن بين هذه الحقوق)
৩৮. বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে নিকাহ-এর হুকুম কী হয়? (ما هي الشروط المشروعة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟)
৩৯. বিবাহের ক্ষেত্রে 'উরফ' (প্রথা বা স্থানীয় রীতি)- এর ভূমিকা কতটুকু? ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর। (ما هو دور "العرف" (العادة أو التقاليد المحلية) في النكاح؟ حلل ذلك على ضوء حاشية ابن عابدين)
৪০. বিবাহ বিচ্ছেদের পর নারীর 'নাফাকাহ' (ভরণপোষণ)-এর বিধান কী? কখন নাফাকাহ ওয়াজিব হয় এবং কখন রহিত হয়? (ما هو حكم نفقة المرأة بعد الطلاق؟ متى تجب النفقة ومتى تسقط؟)

প্রশ্ন-২১: নিকাহ (বিবাহ)-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা কী? নিকাহের উদ্দেশ্য ও ফায়েদা (উপকারিতা) সবিস্তারে আলোচনা কর।

(ما هو تعريف النكاح لغة وشرعا؟ ناقش مقاصد النكاح وفوائده بالتفصيل)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

মানবসভ্যতার স্থায়িত্ব, বংশরক্ষা এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে মহান আল্লাহ তাআলা বিবাহের বিধান দিয়েছেন। ইসলামে বিবাহ কেবল একটি জৈবিক চাহিদা পূরণের মাধ্যম নয়, বরং এটি একটি পবিত্র ইবাদত এবং সুন্নাহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, "বিবাহ আমার সুন্নাত, যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, সে আমার দলভুক্ত নয়।" ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে বিবাহের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা অত্যন্ত গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

নিকাহ-এর সংজ্ঞা (তা'রিফুন নিকাহ):

১. আভিধানিক সংজ্ঞা (আত-তা'রিফুল লুগাবি):

আরবি 'নিকাহ' (النكاح) শব্দটি বাবে 'দ,রাবা' (ضرب) থেকে এসেছে। আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর দুটি অর্থ রয়েছে:

- **একত্রিত হওয়া বা মিলিত হওয়া (الضَّمُّ وَالْجَمْعُ):** যেমন বলা হয়, 'নাকাহাতিল আশজার' (গাছগুলো একে অপরের সাথে মিশে গেছে)।
- **সহবাস বা যৌন সম্পর্ক (الْوَطْءُ):** অনেক ভাষাবিদদের মতে, নিকাহ শব্দের মূল অর্থ সহবাস এবং রূপক অর্থে এটি আকদ বা চুক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়। আবার হানাফি ফিকহে এর বিপরীত মতটিই প্রবল—অর্থাৎ মূল অর্থ 'চুক্তি' এবং রূপক অর্থ 'সহবাস'।

২. পারিভাষিক বা শরয়ী সংজ্ঞা (আত-তা'রিফ আশ-শর'ঈ):

হানাফি ফিকহের পরিভাষায়, বিশেষ করে 'রদ্দুল মুহতার'-এর আলোকে নিকাহের সংজ্ঞা হলো:

(هُوَ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتْعَةِ قَصْدًا)

অর্থ: "নিকাহ হলো এমন একটি চুক্তি, যা উদ্দেশ্যমূলকভাবে (স্ত্রীর শরীর) উপভোগ করার মালিকানা বা অধিকার দান করে।"

সহজ কথায়, যে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারীর জন্য একে অপরকে উপভোগ করা এবং ঘরসংসার করা হালাল হয়, তাকে শরীয়তের পরিভাষায় নিকাহ বা বিবাহ বলে।

নিকাহের উদ্দেশ্য (মাকাসিদুন নিকাহ):

আল্লাহ তাআলা কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বিবাহের পেছনে শরীয়তের কিছু মহৎ উদ্দেশ্য বা 'মাকাসিদ' রয়েছে:

- **বংশধারা রক্ষা (হিফজুন নাসল):** বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মানববংশ টিকিয়ে রাখা। বিবাহ না থাকলে সন্তানের বৈধ পরিচয় থাকত না এবং মানবজাতি বিলুপ্ত হতো।
- **চরিত্রের হেফাজত (তাহসিনুল ফারজ):** মানুষের জৈবিক চাহিদাকে বৈধ পথে পূরণ করার মাধ্যমে ব্যভিচার ও অশ্লীলতা থেকে সমাজকে রক্ষা করা।
- **মানসিক প্রশান্তি (সাকিনাতুল কালব):** স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। আল্লাহ বলেন, "তিনি তোমাদের থেকেই তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও।" (সূরা রুম: ২১)

নিকাহের ফায়েদা বা উপকারিতা (ফাওয়াইদুন নিকাহ):

ইমাম গাজালী (রহ.) এবং হানাফি ফকিহগণ বিবাহের অনেকগুলো ধর্মীয় ও জাগতিক উপকারিতা উল্লেখ করেছেন:

১. দ্বীনদারী রক্ষা: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যখন বান্দা বিবাহ করে, তখন সে তার অর্ধেক দ্বীন পূর্ণ করে নিল। অতএব বাকি অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহকে ভয় করে।"

২. শয়তানের ধোঁকা থেকে মুক্তি: বিবাহিত ব্যক্তি দৃষ্টি সংযত রাখতে পারে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করতে পারে, যা তাকে শয়তানের প্ররোচনা থেকে বাঁচায়।

৩. সন্তান লাভ ও সদকায়ে জারিয়া: নেক সন্তান বাবা-মায়ের জন্য সদকায়ে জারিয়া। মৃত্যুর পর সন্তানের দোয়া বাবা-মায়ের উপকারে আসে।

৪. সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়করণ: বিবাহের মাধ্যমে দুটি ভিন্ন পরিবার ও বংশের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে ওঠে, যা সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে।

৫. দায়িত্ববোধ সৃষ্টি: পরিবারের ভরণপোষণ ও পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে মানুষের মধ্যে কর্মস্পৃহা ও দায়িত্ববোধ তৈরি হয়, যা অলসতা দূর করে।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

পরিশেষে বলা যায়, নিকাহ বা বিবাহ হলো সমাজ জীবনের ভিত্তিপ্রস্তর। এটি কেবল কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার নাম নয়, বরং এটি একটি 'মিসাক' বা দৃঢ় অঙ্গীকার। ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর মতে, বিবাহ এমন একটি ইবাদত যা আদম (আ.) থেকে শুরু হয়েছে এবং জান্নাতেও অব্যাহত থাকবে। তাই এর যথাযথ হক আদায় করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

প্রশ্ন-২২: নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ ও সহীহ হওয়ার জন্য আবশ্যকীয় শর্তাবলি হানাফি ফিকহ অনুযায়ী ব্যাখ্যা কর।

(اشرح أركان عقد النكاح والشروط اللازمة لصحته في الفقه الحنفي)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

যেকোনো চুক্তি বা 'আকদ' কার্যকর হওয়ার জন্য তার কিছু মৌলিক স্তম্ভ (রুকন) এবং শর্ত (শর্ত) থাকা জরুরি। বিবাহ যেহেতু একটি গুরুত্বপূর্ণ দেওয়ানি ও ধর্মীয় চুক্তি, তাই এর বিশুদ্ধতার জন্য শরীয়ত কিছু সুনির্দিষ্ট নিয়ম বেধে দিয়েছে। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, রুকন ও শর্তের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এবং এগুলো যথাযথভাবে পালিত না হলে বিবাহ শুদ্ধ হয় না বা বাতিল হয়ে যায়। ইমাম ইবনে আবিদীন তার গ্রন্থে এ বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন।

নিকাহ চুক্তির রুকনসমূহ (আরকানুল আকদ):

'রুকন' বলা হয় কোনো জিনিসের মূল অংশ বা স্তম্ভকে, যা ছাড়া সেই জিনিসটির অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। হানাফি মাযহাব মতে, নিকাহের রুকন মূলত একটিই, তবে তা দুটি অংশে বিভক্ত:

১. ইজাব (প্রস্তাব - الإيجاب):

চুক্তির যেকোনো এক পক্ষ (সাধারণত মেয়ের পক্ষ বা তাদের অভিভাবক) থেকে বিবাহের প্রস্তাব পেশ করা। যেমন বলা— "আমি তোমাকে বিবাহ দিলাম" বা "আমি তোমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলাম"।

২. কবুল (গ্রহণ - القبول):

অপর পক্ষ (সাধারণত ছেলে বা তার প্রতিনিধি) সেই প্রস্তাবের বিপরীতে সম্মতি জ্ঞাপন করা। যেমন বলা— "আমি কবুল করলাম" বা "আমি গ্রহণ করলাম"।

সুতরাং, 'ইজাব ও কবুল'—এই দুটি কথার আদান-প্রদানই হলো নিকাহের মূল রুকন। পাত্র ও পাত্রী হলো আকদের 'মহল' বা স্থান, কিন্তু তারা রুকন নয়।

সহীহ হওয়ার আবশ্যকীয় শর্তাবলি (শুরুতুস সিহহাত):

বিবাহের শর্তগুলোকে হানাফি ফকিহগণ কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন (যেমন— ইন'ইকাদ, সিহহাত, নুফুজ, লুজুম)। তবে সাধারণভাবে বিবাহ 'সহীহ' বা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রধান শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতা (আহলিয়াত):

উভয় পক্ষকে (বা তাদের ওলিকে) জ্ঞানসম্পন্ন (আকেল) হতে হবে। পাগল বা শিশুর বিবাহ তাদের অভিভাবক ছাড়া নিজেরা করতে পারবে না।

২. একই মজলিস হওয়া (ইত্তিহাদুল মজলিস):

ইজাব এবং কবুল একই বৈঠকে বা মজলিসে হতে হবে। যদি এক পক্ষ প্রস্তাব দেয় এবং অন্য পক্ষ সেই মজলিস থেকে উঠে চলে যায় বা অন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার পর কবুল করে, তবে বিবাহ হবে না।

৩. সাক্ষীর উপস্থিতি (আশ-শাহাদাত):

এটি বিবাহ সহীহ হওয়ার অন্যতম প্রধান শর্ত। হানাফি মাযহাব মতে, বিবাহ অবশ্যই সাক্ষীদের উপস্থিতিতে হতে হবে।

- **সাক্ষীর যোগ্যতা:** অন্তত দুজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কের মুসলিম পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দুজন নারী সাক্ষী হতে হবে।

- **শোনা:** সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব ও কবুল শব্দগুলো তাদের নিজ কানে শুনতে হবে এবং বুঝতে হবে যে বিবাহ হচ্ছে।

৪. মহিলাটি হারাম না হওয়া (আদমুল হুরমত):

যাকে বিবাহ করা হচ্ছে, সে যেন পাত্রের জন্য 'মুহাররামাত' (যাদের বিবাহ করা হারাম) না হয়। যেমন—নিজের বোন, ফুফু, খালা, অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী বা ইদ্দত পালনকারী নারী।

৫. স্পষ্ট ভাষায় সম্মতি জ্ঞাপন:

ইজাব ও কবুল এমন ভাষায় হতে হবে যা দ্বারা নিশ্চিতভাবে বিবাহের অর্থ বোঝা যায়। সাধারণত অতীত কাল বা 'মাজি'র শব্দ (যেমন—বিবাহ করলাম) ব্যবহার করা উত্তম।

ইমাম ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

'রদ্দুল মুহতার'-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাক্ষীদের উপস্থিতি ছাড়া বিবাহ 'ফাসিদ' বা ত্রুটিপূর্ণ হবে, কিন্তু একেবারে বাতিল হবে না যদি পরবর্তীতে সাক্ষী হাজির করা হয় এবং নতুন করে আকদ করা হয়। তবে গোপনিক বিবাহ হানাফি মাযহাবে মাকরুহ এবং গুনাহের কাজ।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, বিবাহ একটি অত্যন্ত সহজ কিন্তু নিয়মমাফিক প্রক্রিয়া। ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে এবং সাক্ষীদের উপস্থিতিতে এটি সম্পন্ন হয়। কোনো আড়ম্বর বা জাঁকজমক শর্ত নয়, কিন্তু রুকন ও শর্তগুলো বাদ পড়লে সেই সম্পর্ক জিনা বা ব্যভিচারে রূপ নিতে পারে। তাই এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

প্রশ্ন-২৩: বিবাহের ক্ষেত্রে ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (গ্রহণ) এর বিধান কী? ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জন্য কী কী শর্ত জরুরি?

ما هو حكم الإيجاب والقبول في النكاح؟ وما هي الشروط الضرورية لصحة الإيجاب والقبول؟

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

বিবাহ নামক পবিত্র বন্ধনটি যে সুতোর ওপর ঝুলে থাকে, তা হলো 'ইজাব' ও 'কবুল'। এটি কেবল মুখের কথা নয়, বরং এটি একটি শরয়ী চুক্তি যা হালাল ও হারামের ব্যবধান তৈরি করে। হানাফি ফিকহে ইজাব ও কবুলের শব্দচয়ন, সময়কাল এবং পদ্ধতির ওপর অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তার কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা দিয়েছেন।

ইজাব ও কবুলের সংজ্ঞা ও বিধান:

- **ইজাব (Offer):** আকদ বা চুক্তির মজলিসে প্রথম পক্ষ থেকে যে কথাটি প্রথমে বলা হয়, তাকে ইজাব বলে। এটি সাধারণত প্রস্তাব আকারে আসে।
- **কবুল (Acceptance):** ইজাবের উত্তরে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে যে সম্মতিসূচক বাক্য বলা হয়, তাকে কবুল বলে।

বিধান (হুকুম): বিবাহ সংগঠিত হওয়ার জন্য ইজাব ও কবুল হলো 'ফরজ' বা রুকন। এর যেকোনো একটি বাদ পড়লে বিবাহ হবে না। উভয়ের সম্মতি মৌখিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক (বোবা ব্যক্তি ছাড়া)। মনের সম্মতি যথেষ্ট নয়।

ইজাব ও কবুল সহীহ হওয়ার জরুরি শর্তাবলি:

ইজাব ও কবুল কার্যকর হওয়ার জন্য হানাফি ফিকহে নিদির্ষ্ট কিছু শর্ত রয়েছে:

১. শব্দচয়ন (আল-আলফাজ):

বিবাহের জন্য ব্যবহৃত শব্দগুলো হতে হবে এমন, যা দ্বারা মালিকানা বা স্থায়ী সম্পর্কের অর্থ বোঝায়।

- **সুস্পষ্ট শব্দ (সরিহ):** 'নিকাহ' (বিবাহ) বা 'তাজউইজ' (বিয়ে দেওয়া) শব্দ ব্যবহার করা সবচেয়ে উত্তম। যেমন— "আমি তোমাকে বিবাহ করলাম।"

- **কিয়ানা বা রূপক শব্দ:** হানাফি মাযহাব মতে, যেসব শব্দ দ্বারা কোনো বস্তুর মালিকানা দ্রুত হস্তান্তর করা বোঝায়, সেসব শব্দ দিয়েও বিবাহ হতে পারে যদি নিয়ত থাকে। যেমন— 'হিবা' (দান করা), 'সাদাকা' (দান), 'মালিক বানানো' ইত্যাদি। তবে 'ভাড়া দেওয়া' (ইজারা) বা 'ধার দেওয়া' (আরিয়াত) শব্দ দিয়ে বিবাহ হবে না, কারণ এগুলো স্থায়ী মালিকানা বোঝায় না।

২. কাল বা টেন্স (সিগাহ):

ইজাব ও কবুল সাধারণত 'মাজি' বা অতীত কালের শব্দে হতে হয়। যেমন— "বিয়ে করলাম" বা "বিয়ে দিলাম"।

- যদি বর্তমান বা ভবিষ্যৎ কালের শব্দ (যেমন— "বিয়ে করব") ব্যবহার করা হয় এবং এর দ্বারা কেবল ওয়াদা বা প্রতিশ্রুতির উদ্দেশ্য থাকে, তবে বিবাহ হবে না। তবে যদি তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এর দ্বারা নিশ্চিত বর্তমান বোঝায়, তবে বিবাহ হতে পারে।

৩. মজলিসের একতা (ইত্তিহাদুল মজলিস):

ইজাব এবং কবুল একই বৈঠকে হতে হবে।

- *উদাহরণ:* পাত্র প্রস্তাব দিল, কিন্তু পাত্রী সেই মজলিসে উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেল এবং পরে অন্য জায়গায় গিয়ে বলল "কবুল"। এতে বিবাহ হবে না। প্রস্তাবের সাথে সাথেই বা ওই বৈঠকের মধ্যেই উত্তর আসতে হবে।

৪. সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া (মুওয়াফাকাহ):

ইজাবের সাথে কবুলের মিল থাকতে হবে।

- *উদাহরণ:* পাত্র বলল, "আমি তোমাকে ১০০০ টাকা মোহরে বিবাহ করতে চাই।" পাত্রী বলল, "আমি ২০০০ টাকায় কবুল করলাম।"—

এখানে বিবাহ হবে না, কারণ প্রস্তাব ও গ্রহণে মিল নেই (যতক্ষণ না পাত্র আবার রাজি হয়)।

৫. শ্রবণযোগ্যতা (ইসমা'):

উভয় পক্ষের কথা সাক্ষীদের শুনতে হবে। যদি তারা ফিসফিস করে ইজাব-কবুল করে যা সাক্ষীরা শুনতে পায় না, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

বিবাহের মূল প্রাণ হলো ইজাব ও কবুল। এটি কোনো হেলাফেলার বিষয় নয়। শব্দচয়ন এবং নিয়তের সমন্বয়ে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। হানাফি ফিকহের এই সূক্ষ্ম শর্তগুলো নিশ্চিত করে যে, বিবাহ যেন একটি স্বচ্ছ এবং সন্দেহমুক্ত চুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, যাতে ভবিষ্যতে কোনো বিবাদ সৃষ্টি না হয়।

প্রশ্ন-২৪: বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী (অভিভাবক)-এর ভূমিকা কী? ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর।
(ما هو دور الولي في النكاح؟ حلل زواج المرأة بدون ولي على ضوء حاشية ابن عابدين)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি শরীয়তে নারীর নিরাপত্তা, সম্মান এবং সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্য 'ওলী' বা অভিভাবকের ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অভিভাবকের উপস্থিতি এবং সম্মতি পারিবারিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। তবে একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী তার নিজের বিবাহের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারবে কি না—এ নিয়ে ফকিহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফি মাযহাব এবং বিশেষত ইমাম ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) এ বিষয়ে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ ও নারীর অধিকারবান্ধব মত প্রদান করেছেন।

ওলী-এর পরিচয় ও ভূমিকা (দাওরুল ওলী):

'ওলী' শব্দের অর্থ হলো অভিভাবক, বন্ধু বা সাহায্যকারী। বিবাহের ক্ষেত্রে ওলী হলেন এমন নিকটাত্মীয় পুরুষ, যিনি পাত্র বা পাত্রীর বিয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাধারণত পিতা, দাদা, ভাই, চাচা প্রমুখ ক্রমানুসারে ওলী হন।

বিবাহে ওলীর ভূমিকাগুলো হলো:

১. পরামর্শ ও কল্যাণকামিতা: পাত্র নির্বাচনের ক্ষেত্রে ওলী তার অভিজ্ঞতা দিয়ে মেয়েকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করেন।

২. কুফু বা সমতা যাচাই: পাত্রটি মেয়ের বংশ ও সামাজিক মর্যাদার উপযুক্ত (কুফু) কি না, তা যাচাই করা ওলীর দায়িত্ব।

৩. আকদ সম্পন্ন করা: মজলিসে ইজাব-কবুল এবং সাক্ষী মানার কাজটি ওলীর মাধ্যমে সম্পন্ন হওয়া উত্তম।

ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ: হানাফি মাযহাব ও ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ:

অন্যান্য মাযহাবের (যেমন শাফেয়ী ও মালেকী) মতে, ওলী ছাড়া নারীর বিবাহ শুদ্ধই হয় না। তাদের দলিল হলো হাদিস: "ওলী ছাড়া কোনো বিবাহ নেই।" কিন্তু হানাফি মাযহাব এ ক্ষেত্রে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র মত পোষণ করে।

১. প্রাপ্তবয়স্ক নারীর অধিকার (হককুল বালিগাহ):

ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ স্পষ্ট করেছেন যে, কোনো স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালিগা) এবং সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেলা) নারী—সে কুমারী হোক বা বিধবা—নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করার পূর্ণ অধিকার রাখে। যদি সে কোনো ওলী ছাড়া সাক্ষীদের উপস্থিতিতে কুফু (সমমান)-এর মধ্যে বিবাহ বসে, তবে সেই বিবাহ 'সহীহ' (বিশুদ্ধ) এবং 'নাফিজ' (কার্যকর) হবে।

ইমাম ইবনে আবিদীন বলেন:

(وَنَفَذَ نِكَاحُ حُرَّةٍ مُكَلَّفَةٍ بِلَا وَلِيٍّ)

অর্থ: "কোনো স্বাধীন ও শরীয়তের বিধান পালনকারী (প্রাপ্তবয়স্ক) নারীর বিবাহ ওলী ছাড়াও কার্যকর হয়ে যায়।"

২. কেন ওলী ছাড়া জায়েজ? (আত-তালিল):

এর পেছনে হানাফি ফিকহের যুক্তি হলো, একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী যেমন তার নিজের সম্পদ (টাকা-জমি) ক্রয়-বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার রাখে এবং সেখানে অভিভাবকের অনুমতি লাগে না, তেমনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার

অধিকারও তার আছে। হাদিসে "ওলী ছাড়া বিবাহ নেই" বলতে অসম্পূর্ণতা বোঝানো হয়েছে, বাতিল হওয়া নয়।

৩. কুফু বা সমতার শর্ত (শর্তুল কুফু):

তবে ইবনে আবিদীন এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা 'কায়েদ' উল্লেখ করেছেন। যদি কোনো নারী ওলী ছাড়া এমন কাউকে বিবাহ করে যে তার 'কুফু' বা সমকক্ষ নয় (সামাজিকভাবে নিচু), তবে:

- সেই বিবাহটি নিয়ে ওলীদের আপত্তি করার অধিকার থাকবে।
- ওলীরা কাজীর (বিচারক) কাছে নালিশ করে সেই বিবাহ বিচ্ছেদ (ফাসখ) ঘটাতে পারবে।
- ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মতে, কুফু না হলে ওলী ছাড়া বিবাহ শুরু থেকেই বাতিল হবে। কিন্তু 'ফতোয়া শামী' অনুযায়ী, বিবাহ হয়ে যাবে, তবে ওলীদের আপত্তির অধিকার থাকবে।

পার্থক্য (ফারক):

বিষয়	**হানাফি মাযহাব**	**শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাব**
ওলীর হুকুম	ওলী থাকা উত্তম, তবে শর্ত নয় (প্রাপ্তবয়স্ক নারীর ক্ষেত্রে)।	ওলী থাকা বিবাহের রুকন বা আবশ্যকীয় শর্ত।
ওলী ছাড়া বিবাহের ফলাফল	বিবাহ সহীহ ও কার্যকর হবে।	বিবাহ বাতিল (বাতিল) হবে।
নারীর সম্মতি	নারীর সম্মতিই মুখ্য।	ওলীর সম্মতি ছাড়া নারীর সম্মতি অকার্যকর।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

ইমাম ইবনে আবিদীনের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, হানাফি ফিকহে নারীকে সর্বোচ্চ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। ওলী ছাড়া বিবাহ করা সামাজিকভাবে অনুচিত বা

'খেলাফে আওলা' হতে পারে, কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে তা হারাম বা বাতিল নয়। তবে পারিবারিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে ওলীর সম্মতিতে বিবাহ করাই শ্রেয়।

প্রশ্ন-২৫: কোন কোন ধরনের মহিলাদের বিবাহ করা হারাম (মুহাররামাত)? হারাম হওয়ার কারণগুলো (যেমন বংশ, দুগ্ধপান, বৈবাহিক সম্পর্ক) বিস্তারিত আলোচনা কর।

ما هي أنواع النساء المحرمات في الزواج؟ ناقش بالتفصيل أسباب (التحريم (كالنسب، والرضاع، والمصاهرة)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

ইসলামি সমাজ ব্যবস্থায় পবিত্রতা রক্ষা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককে সম্মান জানানোর জন্য নির্দিষ্ট কিছু নারীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াকে চিরস্থায়ীভাবে হারাম (নিষিদ্ধ) করা হয়েছে। এদেরকে পরিভাষায় 'মুহাররামাত' বলা হয়। পবিত্র কুরআনের সূরা নিসায় (আয়াত ২২-২৩) এ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থে ইমাম ইবনে আবিদীন এগুলোর কারণ ও প্রকারভেদ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন।

হারাম হওয়ার কারণসমূহ (আসবাবুত তাহরিম):

ইমাম ইবনে আবিদীন উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানত তিনটি কারণে নারীরা পুরুষের জন্য হারাম হয়:

১. বংশীয় সম্পর্ক (আল-কারাবাত / আন-নাসাব): রক্তের সম্পর্কের কারণে।

২. দুগ্ধপান সম্পর্ক (আর-রদা): দুধ পানের কারণে।

৩. বৈবাহিক আত্মীয়তা (আল-মুসাহারা): বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্কের কারণে।

১. বংশগত কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বিন নাসাব):

রক্তের সম্পর্কের কারণে সাত শ্রেণীর নারীর সাথে বিবাহ চিরতরে হারাম। কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে: "তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মায়েদের..." (সূরা নিসা: ২৩)। এরা হলো:

- **মা ও নানি-দাদি:** নিজের মা, নানি, দাদি এবং তাদের ওপরের দিকের সবাই।
- **মেয়ে ও নাতনি:** নিজের মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের সবাই।
- **বোন:** আপন বোন, বৈপিত্রেয় (সৎ বাবার) বোন এবং বৈমাত্রেয় (সৎ মায়ের) বোন।
- **ফুফু:** বাবার আপন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন এবং তাদের ওপরের দিকের ফুফুরা (বাবার ফুফু)।
- **খালা:** মায়ের আপন, বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয় বোন এবং ওপরের দিকের খালারা।
- **ভাইজি:** নিজের ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।
- **ভাগ্নি:** নিজের বোনের মেয়ে এবং তাদের নিচের দিকের কন্যারা।

২. দুগ্ধপানের কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বির রদা):

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ)

অর্থ: "বংশগত কারণে যারা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তারা হারাম হয়।"

অর্থাৎ, দুধমাতা, দুধবোন, দুধমেয়ে—এদের সাথে বিবাহ হারাম। তবে এর জন্য শর্ত হলো শিশু বয়সে (২ বা ২.৫ বছরের মধ্যে) নির্দিষ্ট পরিমাণ দুধ পান করা।

৩. বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম যারা (মুহাররামাত বিল মুসাহারা):

বিবাহের মাধ্যমে আত্মীয়তার কারণে চার শ্রেণীর নারী হারাম হয়:

- **শাশুড়ি:** স্ত্রীর মা, নানি, দাদি (স্ত্রীকে শুধু আকদ করলেই শাশুড়ি হারাম হয়ে যায়, সহবাস শর্ত নয়)।

- **সৎ মেয়ে (রাবিবা):** স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে। তবে শর্ত হলো, ওই স্ত্রীর সাথে সহবাস হতে হবে। শুধু আকদ হলে এবং সহবাসের আগে তালাক দিলে সৎ মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ।
- **ছেলের বউ (পুত্রবধূ):** নিজের ঔরসজাত ছেলের স্ত্রী। (পালক ছেলের স্ত্রী হারাম নয়)।
- **সৎ মা:** পিতার স্ত্রী বা বাবার বিবাহিতা নারী।

সাময়িক হারাম (মুহাররামাত মুয়াক্কাতাহ):

ওপরেরগুলো ছিল চিরস্থায়ী হারাম। কিছু নারী আছে যারা সাময়িকভাবে হারাম। যেমন:

- **দুই বোনকে একত্রে রাখা:** স্ত্রীকে রেখে তার আপন বোনকে বিয়ে করা হারাম।
- **পরস্ত্রী:** অন্যের বিবাহিতা স্ত্রী।
- **ইদ্দত পালনকারী নারী:** তালাক বা মৃত্যুর ইদ্দত চলাকালীন।
- **পঞ্চম স্ত্রী:** চারজন স্ত্রী বর্তমানে থাকা অবস্থায় পঞ্চম কাউকে বিয়ে করা।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

এই হারাম সম্পর্কের বিধানগুলো আল্লাহ তাআলা এজন্যই দিয়েছেন যাতে পারিবারিক পবিত্রতা বজায় থাকে এবং নিকটাত্মীয়দের মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ অটুট থাকে। বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কের এই সীমানা মেনে চলা প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।

প্রশ্ন-২৬: মুহাররামাত বিল মুসাহারা (বৈবাহিক সম্পর্কের কারণে হারাম হওয়া) বলতে কী বোঝায়? এর ভিত্তি ও শর্তগুলো কী কী?
(ما المقصود بالمحرمات بالمصاهرة؟ وما هي مستنداتها وشروطها؟)

ভূমিকা (মুকাদ্দিমা):

'মুহাররামাত বিল মুসাহারা' হলো ফিকহুল মুনাকাহাতের (বিবাহ আইন) অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জটিল একটি অধ্যায়। 'মুসাহারা' শব্দের অর্থ হলো বৈবাহিক আত্মীয়তা বা শশুরালয় সম্পর্ক। বিবাহের মাধ্যমে স্বামী ও স্ত্রীর পরিবারের মধ্যে যে নতুন সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, তার ফলে কিছু নারী পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যায়। হানাফি মাযহাবে এর পরিধি ও শর্তগুলো অন্যান্য মাযহাবের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন ও ব্যাপক।

মুহাররামাত বিল মুসাহারা-এর পরিচয়:

শরীয়তের পরিভাষায়, বিবাহের আকদ (চুক্তি) বা দৈহিক সম্পর্কের কারণে স্বামী বা স্ত্রীর উসূল (ঊর্ধ্বতন পুরুষ/নারী) এবং ফুরু (অধস্তন পুরুষ/নারী)-এর মধ্যে যে হুরমত বা নিষেধাজ্ঞা তৈরি হয়, তাকে 'হুরমতে মুসাহারা' বলে।

সহজ কথায়, একজন পুরুষের জন্য তার স্ত্রীর মা (শাশুড়ি), স্ত্রীর মেয়ে (সৎ মেয়ে), বাবার স্ত্রী (সৎ মা) এবং ছেলের স্ত্রী (পুত্রবধূ)—এই চার শ্রেণীর নারী হারাম হওয়াকে মুহাররামাত বিল মুসাহারা বলে।

ভিত্তি ও দলিল (আল-মুস্তানাদ্):

এর ভিত্তি পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নম্বর আয়াত:

- **সৎ মায়ের ক্ষেত্রে:** "তোমরা নারীদের মধ্য হতে তাদের বিবাহ করো না যাদের তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে।" (সূরা নিসা: ২২)
- **শাশুড়ি ও সৎ মেয়ের ক্ষেত্রে:** "...তোমাদের শাশুড়ি ও তোমাদের স্ত্রীদের কোলের মেয়ে (সৎ মেয়ে)..." (সূরা নিসা: ২৩)
- **পুত্রবধূর ক্ষেত্রে:** "...এবং তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীগণ..." (সূরা নিসা: ২৩)

হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হওয়ার শর্তাবলি (শুরুত):

ইমাম ইবনে আবিদীন 'রদ্দুল মুহতার'-এ হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কিছু মৌলিক কারণ ও শর্ত উল্লেখ করেছেন, যা হানাফি মাযহাবের স্বাতন্ত্র্য বহন করে:

১. বৈধ বিবাহ (আন-নিকাহুস সহীহ):

সহীহ আকদ বা বিবাহের মাধ্যমে শাশুড়ি এবং পুত্রবধূ হারাম হয়ে যায়। এখানে দৈহিক মিলন বা সহবাস শর্ত নয়। শুধু 'কবুল' বলার সাথে সাথেই শাশুড়ি জামাইয়ের জন্য হারাম।

২. অবৈধ সম্পর্ক বা জিনা (আয-জিনা):

হানাফি মাযহাবের একটি কঠোর ও সতর্কতামূলক মত হলো—বৈধ বিবাহ ছাড়াও যদি কোনো পুরুষ কোনো নারীর সাথে জিনা (ব্যভিচার) করে, তবে ওই নারীর মা (প্রেমিকার মা) এবং মেয়ে (প্রেমিকার মেয়ে) ওই পুরুষের জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যাবে। এটি ইবনে মাসউদ (রা.)-এর মত এবং হানাফি মাযহাবের ফাতওয়া। (শাফেয়ী মাযহাবে জিনার দ্বারা হুরমত সাব্যস্ত হয় না)।

৩. কামভাবসহ স্পর্শ বা চুম্বন (আল-মাস বি-শাহওয়াত):

ইবনে আবিদীন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, যদি কোনো পুরুষ কামভাব বা শাহওয়াতের সাথে কোনো নারীকে স্পর্শ করে বা চুম্বন করে, তবে হুরমতে মুসাহারা সাব্যস্ত হবে।

- **শর্ত:** স্পর্শের সময় কাপড়ের আড়াল না থাকা বা পাতলা কাপড় থাকা যাতে শরীরের উষ্ণতা টের পাওয়া যায়। এবং স্পর্শের কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হওয়া।
- **উদাহরণ:** ভুলে শাশুড়িকে স্পর্শ করা বা শাশুড়ি জামাইকে কামভাবসহ স্পর্শ করলে জামাইয়ের জন্য তার নিজের স্ত্রী (শাশুড়ির মেয়ে) হারাম হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এটি হানাফি ফিকহের অত্যন্ত নাজুক মাসআলা।

৪. সৎ মেয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ শর্ত:

স্ত্রীর আগের ঘরের মেয়ে (রাবিবা) হারাম হওয়ার জন্য শর্ত হলো—ওই স্ত্রীর সাথে স্বামীর সহবাস (দুখুল) হতে হবে। সহবাসের আগে স্ত্রীকে তালাক দিলে বা মারা গেলে তার মেয়েকে বিয়ে করা জায়েজ।

উপসংহার (আল-খাতিমা):

মুহাররামাত বিল মুসাহারা-এর বিধানগুলো অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে মেনে চলা উচিত। বিশেষ করে হানাফি মাযহাব অনুযায়ী জিনা বা অবৈধ স্পর্শের মাধ্যমেও যেহেতু এই হুরমত সৃষ্টি হয়, তাই মাহরাম-গায়ের মাহরামের পর্দা এবং স্পর্শের ব্যাপারে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। ইমাম ইবনে আবিদীন এ বিষয়ে মুফতিদের খুব সতর্ক হয়ে ফাতওয়া দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রশ্ন-২৭: দুগ্ধপান-এর মাধ্যমে কীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়? দুগ্ধপানের শর্ত ও প্রভাবগুলো সবিস্তারে বর্ণনা কর।
(كيف يثبت التحريم بالرضاع؟ واذكر شروط الرضاع وتأثيراته بالتفصيل)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে বংশীয় সম্পর্কের কারণে যেমন বিবাহ হারাম হয়, তেমনি 'রাদা' বা দুগ্ধপানের কারণেও বিবাহ হারাম হয়। এটি শরিয়তের একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিধান। দুধমাতা (যে নারী দুধ পান করান) এবং দুধসন্তানের মধ্যে রক্ত সম্পর্কের মতোই এক অবিচ্ছেদ্য 'মাহরাম' সম্পর্ক স্থাপিত হয়। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "বংশীয় সম্পর্কের কারণে যা হারাম হয়, দুগ্ধপানের কারণেও তা হারাম হয়।" (বুখারি ও মুসলিম)

১. 'রাদা' বা দুগ্ধপানের পরিচয় (تَعْرِيفُ الرَّضَاعِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'রাদা' (الرَّضَاعُ) অর্থ হলো—স্তন্যপান করা বা চোষা।
- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ফিকহবিদগণের মতে:

"هُوَ مَصُّ الرَّضِيعِ اللَّبَنَ مِنْ ثَدْيِ الْآدَمِيَّةِ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ."

(নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে কোনো শিশুর মানবীর স্তন থেকে দুধ পান করা বা পেটে পৌঁছানোকে রাদা বা দুগ্ধপান বলে।)

২. কীভাবে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম হয়? (كَيْفِيَّةُ ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ):

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ"

(তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের সেই মায়েদের, যারা তোমাদের দুধ পান করিয়েছেন এবং তোমাদের দুধ-বোনদের। - সূরা নিসা: ২৩)

দুগ্ধপানের মাধ্যমে হারাম হওয়ার মূলনীতি হলো—দুধ পান করার সাথে সাথে ওই নারী শিশুটির 'দুধ-মা' হয়ে যান এবং নারীর স্বামী শিশুটির 'দুধ-বাবা' হয়ে যান। ফলে:

১. দুধ-মায়ের সাথে সন্তানের বিবাহ হারাম।

২. দুধ-মায়ের বোনদের (দুধ-খালা) সাথে বিবাহ হারাম।

৩. দুধ-মায়ের ঔরসজাত অন্য সন্তানদের (দুধ-ভাই/বোন) সাথে বিবাহ হারাম।

৩. দুগ্ধপানের শর্তাবলী (شُرُوطُ الرَّضَاعِ):

হানাফি মাজহাব অনুযায়ী দুগ্ধপানের মাধ্যমে হুরমত বা বৈবাহিক নিষেধাজ্ঞা সাব্যস্ত হওয়ার জন্য ৩টি মৌলিক শর্ত রয়েছে:

- (ক) নির্দিষ্ট বয়স (الْمُدَّةُ الْمُحَدَّدَةُ):

দুধ পান অবশ্যই শিশুকালের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হতে হবে। এ বিষয়ে ইমামগণের মতভেদ আছে:

- **ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মত:** শিশুর বয়স **৩০ মাস (আড়াই বছর)** হওয়ার আগ পর্যন্ত দুধ পান করলে হুরমত সাব্যস্ত হবে। (দলিল: সূরা আহকাফের আয়াত—"গর্ভধারণ ও দুধপানের মেয়াদ ৩০ মাস")।

- **সাহিবাইন (ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রহ.)-এর মত:** বয়স **২ বছর (২৪ মাস)** হতে হবে। অধিকাংশ ফতোয়া এই মতের ওপর। তবে সতর্কতার খাতিরে আড়াই বছরের মধ্যে পান করলেও বিবাহ দেওয়া উচিত নয়।

- **(খ) দুধের পরিমাণ (مِقْدَارُ اللَّبَنِ):**

- **হানাফি মত:** দুধের পরিমাণ **কম হোক বা বেশি হোক** (এমনকি এক ফোঁটা), যদি তা শিশুর পেটে পৌঁছে, তবেই বিবাহ হারাম হয়ে যাবে।

- **শাফেয়ী মত:** অন্তত ৫ বার (পাঁচ ঢোক) তৃপ্তি সহকারে দুধ পান করতে হবে। ৫ বারের কম হলে হারাম হবে না। (হানাফিরা বলেন, কুরআনে সংখ্যার শর্ত নেই, তাই শর্তহীন হুকুম প্রযোজ্য)।

- (গ) পেটে পৌঁছানো (الْوُصُولُ إِلَى الْجَوْفِ):

দুধ অবশ্যই শিশুর পাকস্থলী বা মস্তিষ্কে পৌঁছাতে হবে। মুখ বা নাক—যে পথেই হোক, পেটে গেলেই হুকুম কার্যকর হবে।

৪. দুগ্ধপানের প্রভাব (تَأْثِيرَاتُ الرَّضَاعِ):

দুগ্ধপান সাব্যস্ত হলে শরিয়তে নিম্নলিখিত প্রভাবগুলো পড়ে:

- ১. মাহরাম সম্পর্ক সৃষ্টি (تَحْرِيمُ النِّكَاحِ):

দুধ পানকারী শিশু এবং দুধদানকারী নারীর বংশধরদের মধ্যে বিবাহ চিরস্থায়ীভাবে হারাম হয়ে যায়।

- ২. দেখা-সাক্ষাৎ ও পর্দা (النَّظَرُ وَالْخَلْوَةُ):

যাদের সাথে বিবাহ হারাম হয় (যেমন দুধ-মা, দুধ-বোন), তাদের সাথে দেখা করা, কথা বলা এবং একান্তে অবস্থান করা (খালওয়াত) জায়েজ হয়ে যায়, যেমনটি আপন মা-বোনের সাথে জায়েজ।

- ৩. উত্তরাধিকার স্বত্ব না থাকা (عَدَمُ التَّوَارُثِ):

দুধ সম্পর্ক কেবল বিবাহের ক্ষেত্রে রক্ত সম্পর্কের মতো। কিন্তু 'মিরাস' বা সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে দুধ সম্পর্ক কোনো প্রভাব ফেলে না। দুধ-মা বা দুধ-সন্তান একে অপরের ওয়ারিশ হয় না।

- ৪. অভিভাবকত্ব (الْوِلَايَةُ):

বিয়ে বা সম্পত্তির অভিভাবকত্বের ক্ষেত্রে দুধ-পিতার অধিকার আপন পিতার মতো নয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, দুগ্ধপান একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ শরিয়ি বিধান যা মানুষের বংশীয় পবিত্রতা রক্ষা করে। হানাফি মাজহাব মতে, শিশুবয়সে সামান্য পরিমাণ দুধ পান করলেও তা আজীবনের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ককে হারাম করে দেয়। তাই মুসলিম সমাজে শিশু প্রতিপালন ও দুধপানের বিষয়টি মনে রাখা বা লিখে রাখা জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে ভুলে ভাই-বোনের বিয়ে না হয়ে যায়।

প্রশ্ন-২৮: ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে ফাসিদ নিকাহ এবং বাতিল নিকাহের মধ্যে মূল পার্থক্যগুলো দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ কর।
حلل الفروق الجوهرية بين "النكاح الفاسد والنكاح الباطل مع الأمثلة على ضوء حاشية ابن عابدين)

উত্তর:

ভূমিকা:

হানাফি ফিকহে বিবাহ বা নিকাহের বিশুদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে একে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: সহীহ (বিশুদ্ধ), ফাসিদ (ত্রুটিপূর্ণ) এবং বাতিল (অকার্যকর)। সাধারণ দৃষ্টিতে 'ফাসিদ' ও 'বাতিল' এক মনে হলেও হানাফি ফিকহে, বিশেষ করে আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর 'রদ্দুল মুহতার' (ফতোয়ায়ে শামী) বা 'ইবনে আবিদীনের হাশিয়া' অনুযায়ী এদের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। পারিবারিক আইন ও বংশ রক্ষার ক্ষেত্রে এই পার্থক্য জানা অত্যন্ত জরুরি।

১. বাতিল নিকাহ-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ النِّكَاحِ الْبَاطِلِ):

ইবনে আবিদীন শামী (রহ.)-এর মতে:

"هُوَ مَا فُقِدَ رُكْنُهُ أَوْ مَحَلُّهُ."

(বাতিল নিকাহ হলো এমন বিবাহ, যার মূল রুকন (ইজাব-কবুল) পাওয়া যায়নি অথবা বিবাহের পাত্রী (মহল) শরয়িভাবে বিবাহের যোগ্যই ছিল না।)

এটি গোড়া থেকেই বাতিল এবং শরিয়তে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। এটি মূলত 'জিনা' বা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য।

- **উদাহরণ:** নিজের আপন বোন, মা, খালা বা অন্যের বিবাহিত স্ত্রীকে বিয়ে করা।

২. ফাসিদ নিকাহ-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ):

ফাসিদ নিকাহ হলো এমন বিবাহ, যা মূলত সঠিক (আসল ঠিক আছে), কিন্তু কোনো শর্তের ঘাটতি বা অবৈধ গুণ (ওয়াসফ)-এর কারণে ত্রুটিপূর্ণ হয়ে গেছে।

"هُوَ مَا كَانَ صَحِيحًا بِأَصْلِهِ لَا بِوَصْفِهِ."

(যা সত্তাগতভাবে সহীহ, কিন্তু গুণগতভাবে ত্রুটিপূর্ণ।)

- **উদাহরণ:** সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করা, অথবা ইদ্দত পালনরতা নারীকে বিয়ে করা (কিছু মতে)।

৩. ফাসিদ ও বাতিল নিকাহের মূল পার্থক্য (الْفُرُوقُ الْجَوْهَرِيَّةُ):

আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর বিশ্লেষণের আলোকে এদের পার্থক্যগুলো নিচে ছক আকারে দেওয়া হলো:

পার্থক্যের বিষয়	বাতিল নিকাহ (النكاح الباطل)	ফাসিদ নিকাহ (النكاح الفاسد)
ত্রুটির ধরণ	এর ত্রুটি বিবাহের মূল স্তম্ভে (রুকন) বা পাত্রীর যোগ্যতায় (যেমন- মাহরাম হওয়া)।	এর ত্রুটি বিবাহের শর্তাবলীতে (যেমন- সাক্ষী না থাকা)।

শরিয়ি মর্যাদা	শরিয়তের দৃষ্টিতে এটি বিবাহই নয়, এর কোনো আইনি অস্তিত্ব নেই।	এটি বিবাহ হিসেবে গণ্য হয়, তবে ত্রুটিপূর্ণ এবং গুনাহের কাজ।
সহবাসের প্রভাব	সহবাস হলেও কোনো বিধান কার্যকর হয় না। এটি সরাসরি 'জিনা'।	সহবাস হলে কিছু বিধান (যেমন- মহর, ইদ্দত) কার্যকর হয়।
বংশ বা নসব	এতে সন্তানের বংশ বা 'নসব' পিতার সাথে সাব্যস্ত হয় না। সন্তান জারজ গণ্য হয়।	সহবাস হলে সন্তানের বংশ বা 'নসব' পিতার সাথে সাব্যস্ত হয়।
মহর বা দেনমোহর	স্ত্রীর জন্য কোনো মহর ওয়াজিব হয় না।	সহবাস হলে 'মহরে মিসল' (পারিবারিক প্রথাগত মহর) বা নির্ধারিত মহরের মধ্যে যেটি কম, তা ওয়াজিব হয়।
ইদ্দত পালন	বিচ্ছেদের পর নারীর ওপর কোনো ইদ্দত ওয়াজিব হয় না।	সহবাস হয়ে থাকলে বিচ্ছেদের পর নারীর ওপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব।
পাপের মাত্রা	এটি জিনা করার মতোই কবীরা গুনাহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে হদ (শাস্তি) যোগ্য।	এটিও গুনাহ, তবে স্বামী-স্ত্রীকে অবিলম্বে আলাদা হয়ে যেতে হবে (শাস্তি হয় না, তাযির হতে পারে)।

৪. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার বিশেষ বিশ্লেষণ:

আল্লামা শামী (রহ.) উল্লেখ করেন যে, ফাসিদ নিকাহ চালিয়ে যাওয়া জায়েজ নয়। কাজীর দায়িত্ব হলো বিষয়টি জানার সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দেওয়া।

তিনি বলেন:

"ফাসিদ নিকাহে যতক্ষণ সহবাস না হয়, ততক্ষণ তা বাতিলের মতোই (কোনো হুকুম নেই)। কিন্তু সহবাসের পর তা কিছু আইনি ফলাফল বয়ে আনে (যেমন সন্তানের নসব), যা বাতিল নিকাহে কখনোই সম্ভব নয়।"

৫. দৃষ্টান্তসহ বিশ্লেষণ (تَحْلِيلٌ بِالْأَمْثِلَةِ):

- **দৃষ্টান্ত-১ (বাতিল):** রাশেদ তার আপন দুধ-বোনকে বিয়ে করল।
  - **হুকুম:** এটি **বাতিল নিকাহ**। কারণ দুধ-বোনকে বিয়ে করা কুরআনে হারাম (মহল বা পাত্রী অযোগ্য)। এখানে সহবাস হলেও সন্তানের নসব রাশেদের দিকে যাবে না এবং কোনো মহরও নেই।
- **দৃষ্টান্ত-২ (ফাসিদ):** করিম এবং সালমা সাক্ষী ছাড়াই গোপনে বিয়ে করল এবং সংসার শুরু করল।
  - **হুকুম:** এটি **ফাসিদ নিকাহ**। কারণ পাত্র-পাত্রী যোগ্য ছিল, কিন্তু 'সাক্ষী থাকা'র শর্তটি বাদ পড়েছে।
  - **ফলাফল:** তাদের এই সংসার হারাম। এখনই আলাদা হতে হবে। তবে যদি তাদের সন্তান হয়, তবে সেই সন্তান করিমের বৈধ সন্তান হিসেবে গণ্য হবে এবং সালমা মহর পাবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'বাতিল নিকাহ' হলো অনস্তিত্বশীল বা মৃত, আর 'ফাসিদ নিকাহ' হলো অসুস্থ বা রুগ্ন। ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর মতে, বাতিল নিকাহ কোনোভাবেই বিবাহের মর্যাদা পায় না, কিন্তু ফাসিদ নিকাহ সন্তানের ভবিষ্যতের (নসবের) স্বার্থে আংশিক আইনি বৈধতা পায়, যদিও তা টিকিয়ে রাখা হারাম।

প্রশ্ন-২৯: ইদ্দত (বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা)-এর সংজ্ঞা দাও। ইদ্দত কয় প্রকার ও এর বিধান কী? সবিস্তারে আলোচনা কর।

(عرف العدة - كم نوعا للعدة وما حكمها؟ بين بالتفصيل)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি পারিবারিক আইনে 'ইদ্দত' (الْعِدَّةُ) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধান। বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীদের অবিলম্বে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়ে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। এই অপেক্ষার মূল উদ্দেশ্য

হলো গর্ভসঞ্চার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া (যাতে বংশ পরিচয় বা নসব নিয়ে জটিলতা না হয়) এবং পূর্ববর্তী বৈবাহিক সম্পর্কের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

১. 'ইদ্দত'-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْعِدَّةِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'ইদ্দত' শব্দটি 'আদদ' (الْعَدَدُ) শব্দমূল থেকে এসেছে, যার অর্থ হলো—গণনা করা। যেহেতু নারীরা এই সময়ে দিন বা মাসিক ঋতুস্রাব গণনা করেন, তাই একে ইদ্দত বলা হয়।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

ফিকহবিদগণের মতে:

"هِيَ تَرَبُّصٌ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ عِنْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ الْمُتَأَكَّدِ، لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ تَعَبُّدًا."

(ইদ্দত হলো এমন একটি বাধ্যতামূলক অপেক্ষমাণ সময়, যা বিবাহ বিচ্ছেদ বা স্বামীর মৃত্যুর পর নারীকে পালন করতে হয়; যার উদ্দেশ্য হলো গর্ভাশয় খালি আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া অথবা শোক পালনের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা।)

২. ইদ্দত-এর প্রকারভেদ (أَنْوَاعُ الْعِدَّةِ):

নারীর শারীরিক অবস্থা এবং বিচ্ছেদের কারণের ওপর ভিত্তি করে ইদ্দত প্রধানত ৩ প্রকার। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী এর বিস্তারিত বিবরণ নিচে দেওয়া হলো:

- (ক) গর্ভবতী নারীর ইদ্দত (عِدَّةُ الْحَامِلِ):

তালাক বা মৃত্যু—যে কারণেই বিচ্ছেদ হোক না কেন, নারী যদি গর্ভবতী হন, তবে তার ইদ্দত হলো সন্তান প্রসব হওয়া পর্যন্ত।

  - **কুরআনের দলিল:** *"গর্ভবতী নারীদের ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত।"* (সূরা তালাক: ৪)
  - *সময়:* এটি বিচ্ছেদের ১ ঘণ্টা পর হতে পারে, আবার ৯ মাস পর হতে পারে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলেই ইদ্দত শেষ।

- (খ) তালাকপ্রাপ্তা নারীর ইদ্দত (عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ):

যদি স্বামী মারা না যান, বরং তালাক দেন বা খোলা তালাক হয়, তবে নারীর অবস্থাভেদে ইদ্দত দুই রকম:

১. **হায়েজ বা ঋতুস্রাব হয় এমন নারী:** এদের ইদ্দত হলো পূর্ণ **৩ হায়েজ বা ঋতুস্রাব** অতিবাহিত হওয়া। (হানাফি মতে ৩ হায়েজ, শাফেয়ী মতে ৩ তুহুর বা পবিত্রতা)।

   - *দলিল:* সূরা বাকারা: ২২৮।

২. **হায়েজ হয় না এমন নারী:** যারা বার্ধক্যের কারণে মেনোপজে পৌঁছেছেন বা অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার কারণে এখনো হায়েজ শুরু হয়নি, তাদের ইদ্দত হলো **পূর্ণ ৩ চন্দ্র মাস**।

   - *দলিল:* সূরা তালাক: ৪।

- (গ) স্বামীর মৃত্যুজনিত ইদ্দত (عِدَّةُ الْوَفَاةِ):

যদি স্বামী মারা যান এবং স্ত্রী গর্ভবতী না হন, তবে সেই স্ত্রীর ইদ্দত হলো ৪ মাস ১০ দিন।

- *দলিল: "তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যায়, তাদের স্ত্রীরা নিজেদেরকে ৪ মাস ১০ দিন অপেক্ষায় রাখবে।"* (সূরা বাকারা: ২৩৪)
- *কারণ:* এটি মূলত শোক পালনের সময়। পেটে বাচ্চা থাকলে শোকের চেয়ে বাচ্চার হক আগে, তখন প্রসবই ইদ্দত।

৩. ইদ্দত-এর হুকুম বা বিধান (حُكْمُ الْعِدَّةِ):

- **১. ওয়াজিব হওয়া:** সহবাস বা নির্জনে একত্রবাস (খলওয়াতে সহীহা) হওয়ার পর বিচ্ছেদ হলে নারীর ওপর ইদ্দত পালন করা **ওয়াজিব**।
  - *ব্যতিক্রম:* বিবাহের পর সহবাস বা খলওয়াত হওয়ার আগেই যদি তালাক হয়ে যায়, তবে সেই নারীর কোনো ইদ্দত নেই। সে সাথে সাথেই অন্যত্র বিয়ে করতে পারে। (সূরা আহযাব: ৪৯)।

- **২. বিবাহ হারাম:** ইদ্দত চলাকালীন অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া সম্পূর্ণ **হারাম এবং বাতিল**। এমনকি স্পষ্টভাবে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়াও নিষেধ (তবে ইশারায় প্রস্তাব দেওয়া যায়)।

- **৩. ভরণপোষণ (নাফাকাহ):**
  - **তালাকের ইদ্দত:** তালাকপ্রাপ্তা নারী ইদ্দতকালীন সময়ে স্বামীর কাছ থেকে ভরণপোষণ ও বাসস্থান পাবে।
  - **মৃত্যুর ইদ্দত:** স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ পাবে না (কারণ তখন সে স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তির ওয়ারিশ হয়ে যায়)।

- **৪. শোক পালন (ইহদাদ):** স্বামীর মৃত্যুতে বা বাইন তালাকের ক্ষেত্রে ইদ্দতকালীন সময়ে সাজসজ্জা, সুগন্ধি ও রঙিন পোশাক বর্জন করা ওয়াজিব।

- **৫. ঘর থেকে বের হওয়া:** ইদ্দত পালনকারী নারী বিনা প্রয়োজনে (যেমন- জীবিকা বা জরুরি চিকিৎসা ছাড়া) ঘর থেকে বের হবে না এবং রাত্রে অবশ্যই নিজের ঘরে অবস্থান করবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইদ্দত ইসলামের সমাজ ব্যবস্থার এক অনন্য রক্ষাকবচ। এটি একদিকে অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয় নিশ্চিত করে, অন্যদিকে দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের বিচ্ছেদে মানসিক প্রস্তুতি বা শোক পালনের সুযোগ করে দেয়। শরিয়তের এই বিধান পালন করা প্রতিটি মুসলিম নারীর ঈমানি দায়িত্ব।

প্রশ্ন-৩০: ফিকহী দৃষ্টিতে মোহর (দেনমোহর)-এর সংজ্ঞা কী? মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।

ما هو تعريف المهر من الناحية الفقهية؟ واشرح الفرق بين المهر (المسمى ومهر المثل)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি বিবাহ ব্যবস্থায় 'মোহর' (الْمَهْرُ) বা দেনমোহর নারীর একচ্ছত্র অধিকার। এটি কোনো কনের মূল্য নয়, বরং এটি নারীর সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক। বিবাহ চুক্তির মাধ্যমে স্বামীর ওপর এই অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হয়ে যায়। হানাফি ফিকহে মোহর নির্ধারণের পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে একে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

১. মোহর-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْمَهْرِ):

- আভিধানিক অর্থ:

'মোহর' শব্দের অর্থ হলো—পুরস্কার, দান বা বিয়ের পণ। একে 'সাদাক' (صَدَاقٌ) বা সত্যতার প্রতীকও বলা হয়।

- পারিভাষিক সংজ্ঞা:

হানাফি ফিকহবিদগণের মতে:

"هُوَ الْمَالُ الَّذِي يَجِبُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ بِالنِّكَاحِ أَوْ بِالْوَطْءِ."

(মোহর হলো সেই অর্থ বা সম্পদ, যা বিবাহের চুক্তির কারণে অথবা দৈহিক মিলনের কারণে স্বামীর ওপর স্ত্রীর জন্য ওয়াজিব হয়।)

২. মোহরের প্রকারভেদ ও পার্থক্য:

মোহর প্রধানত দুই প্রকার: ১. মহরে মুসাম্মা (নির্ধারিত মোহর) এবং ২. মহরে মিসল (প্রথাগত বা স্বাভাবিক মোহর)।

- (ক) মহরে মুসাম্মা (الْمَهْرُ الْمُسَمَّى):

বিবাহের সময় বা আকদের মজলিসে স্বামী-স্ত্রী বা তাদের অভিভাবকরা পারস্পরিক সম্মতিতে যে মোহর নির্ধারণ করেন, তাকে মহরে মুসাম্মা বলে।

- **শর্ত:** হানাফি মাজহাবে এর পরিমাণ **১০ দিরহাম** (রৌপ্যমুদ্রা) বা তার সমমূল্যের চেয়ে কম হতে পারবে না। (বর্তমান বাজারে যা প্রায় ৩০.৬ গ্রাম রুপার দামের সমান)। ঊর্ধ্বে কোনো সীমা নেই।

- (খ) মহরে মিসল (مَهْرُ الْمِثْلِ):

যদি বিবাহের সময় কোনো মোহর নির্ধারণ করা না হয়, অথবা নির্ধারণ করা মোহরটি শরিয়তের দৃষ্টিতে বাতিল হয় (যেমন- মদ বা শুকর), তখন স্ত্রীকে যে মোহর দিতে হয়, তাকে মহরে মিসল বলে।

- **নির্ধারণ পদ্ধতি:** এটি কনের **'পিতৃবংশের'** (বাবার বাড়ির) সমসাময়িক ও সমগুণসম্পন্ন নারীদের (যেমন- বোন, ফুফু, বা চাচাতো বোন) মোহরের সাথে তুলনা করে নির্ধারণ করা হয়। মায়ের বংশের সাথে তুলনা করা হয় না (যদি মা অন্য বংশের হন)।

- **বিবেচ্য বিষয়:** বয়স, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা, কুমারীত্ব, দ্বীনদারিতা এবং বংশমর্যাদা।

৩. মহরে মুসাম্মা ও মহরে মিসল-এর পার্থক্য:

পার্থক্যের বিষয়	মহরে মুসাম্মা (مهر المسمى)	মহরে মিসল (مهر المثل)
ভিত্তি	এটি স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক 'চুক্তি' বা সম্মতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।	এটি কনের পারিবারিক 'সামাজিক মর্যাদা' ও প্রথার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়।
নির্ধারণের সময়	এটি সাধারণত বিবাহ পড়ানোর সময় বা তার আগে ঠিক করা হয়।	এটি বিবাহের সময় ঠিক না থাকলে পরবর্তীতে কাজীর মাধ্যমে বা সালিশে ঠিক করা হয়।
পরিমাণ	এটি কম বা বেশি হতে পারে (তবে ১০ দিরহামের নিচে নয়)।	এটি কনের বোন বা ফুফুর সমপরিমাণ হতে হবে।

প্রাধান্য	যদি মুসাম্মা (চুক্তি) থাকে, তবে মিসল দেখা হয় না।	চুক্তি না থাকলে বা চুক্তি বাতিল হলে মিসল ওয়াজিব হয়।

উপসংহার:

মোহর স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসার নিদর্শন বা 'নিহলাহ'। মহরে মুসাম্মা পরিশোধ করা সহজ কারণ তা আগেই জানা থাকে। তবে তা না থাকলেও ইসলাম নারীর অধিকার ক্ষুণ্ণ হতে দেয় না, বরং 'মহরে মিসল'-এর মাধ্যমে তার পারিবারিক সম্মান অনুযায়ী পাওনা নিশ্চিত করে।

প্রশ্ন-৩১: মহর কখন ওয়াজিব হয়? কখন মহরের পুরোটা এবং কখন অর্ধেক ওয়াজিব হয়- বিশ্লেষণ কর।
(متى يجب المهر؟ حلل متى يجب المهر كله ومتى يجب نصفه)

উত্তর:

ভূমিকা:

বিবাহের আকদ বা চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই স্বামীর ওপর মোহর প্রদানের দায় (Dayn) চেপে বসে। তবে বিচ্ছেদ বা মৃত্যুর পরিস্থিতির ওপর ভিত্তি করে মোহরের পূর্ণ অংশ, অর্ধেক অংশ বা কেবল উপহার (মুত'আ) ওয়াজিব হতে পারে। হানাফি ফিকহে এই ভাগগুলো অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

১. মোহর কখন ওয়াজিব হয়? (مَتَى يَجِبُ الْمَهْرُ؟):

মূলত সহীহ বিবাহ চুক্তি (আকদ) সম্পন্ন হওয়ার মাধ্যমেই মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে এটি নিশ্চিত বা 'মুয়াক্কাদ' হয় তিনটি কারণে: ১. দৈহিক মিলন (দুখন), ২. নির্জনে অবস্থান (খলওয়াতে সহীহা), অথবা ৩. স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু।

২. পূর্ণ মোহর (মহরে কামিল) কখন ওয়াজিব হয়?

নিম্নলিখিত **৩টি অবস্থার** যেকোনো একটি পাওয়া গেলে স্ত্রীকে পূর্ণ মোহর (যা ঠিক করা হয়েছিল) দিতে হবে:

- (ক) দৈহিক মিলন হলে (الدُّخُولُ الْحَقِيقِيُّ):

বিবাহের পর স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যদি একবারও প্রকৃত সহবাস সংঘটিত হয়, তবে পূর্ণ মোহর আদায় করা ওয়াজিব।

- (খ) খলওয়াতে সহীহা বা সহীহ নির্জনবাস (الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ):

হানাফি মাজহাবের একটি বিশেষ বিধান হলো—যদি স্বামী-স্ত্রী এমন কোনো নির্জন স্থানে একান্তে মিলিত হয় যেখানে সহবাসের কোনো শারীরিক, আইনি বা প্রাকৃতিক বাধা নেই, কিন্তু তারা সহবাস করেনি—তবুও একে 'খলওয়াতে সহীহা' বলা হবে। এর ফলেও পূর্ণ মোহর ওয়াজিব হয়ে যায়।

- (গ) স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যু (مَوْتُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ):

বিয়ের পর সহবাস বা খলওয়াত কিছুই হয়নি, এমন অবস্থায় যদি স্বামী বা স্ত্রী কেউ মারা যায়, তবুও পূর্ণ মোহর দিতে হবে। (স্বামী মারা গেলে তার সম্পদ থেকে স্ত্রী মোহর পাবে, স্ত্রী মারা গেলে তার ওয়ারিশরা স্বামীর কাছ থেকে মোহর দাবি করবে)।

৩. অর্ধেক মোহর (নিসফ মহর) কখন ওয়াজিব হয়?

নিম্নলিখিত শর্তগুলো পাওয়া গেলে স্ত্রীকে নির্ধারিত মোহরের অর্ধেক (৫০%) দিতে হয়:

- **শর্ত ১:** বিবাহে মোহর নির্ধারিত (মহরে মুসাম্মা) ছিল।
- **শর্ত ২:** সহবাস বা খলওয়াতে সহীহার **আগেই** স্বামী তালাক দিয়েছে।
- **কুরআনের দলিল:**

وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ"

(আর যদি তোমরা তাদের স্পর্শ করার আগেই তালাক দাও, অথচ মোহর ধার্য করে থাকো, তবে ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক দিতে হবে। - সূরা বাকারা: ২৩৭)

৪. বিশেষ দ্রষ্টব্য (মুত'আ বা উপহার):

যদি বিবাহের সময় মোহর ঠিক করা না থাকে (মহরে মিসল-এর অবস্থা) এবং সহবাসের আগেই তালাক হয়ে যায়, তবে কোনো মোহর (অর্ধেকও না) ওয়াজিব

হয় না। সেক্ষেত্রে স্ত্রীকে 'মুত'আ' (এক সেট কাপড় বা সাধ্যমতো উপহার) দেওয়া ওয়াজিব।

সারসংক্ষেপ ছক:

পরিস্থিতি	**মোহরের হুকুম**
সহবাস বা খলওয়াত হয়েছে	**পূর্ণ মোহর** (মুসাম্মা বা মিসল)।
সহবাস হয়নি + মৃত্যু হয়েছে	**পূর্ণ মোহর** (মুসাম্মা বা মিসল)।
সহবাস হয়নি + তালাক হয়েছে (মোহর ঠিক ছিল)	**অর্ধেক মোহর** (নিসফ মুসাম্মা)।
সহবাস হয়নি + তালাক হয়েছে (মোহর ঠিক ছিল না)	**মুত'আ** (উপহার মাত্র)।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, মোহর নারীর অর্থনৈতিক নিরাপত্তার একটি অংশ। ইসলামি শরিয়ত এমন ব্যবস্থা করেছে যাতে তালাকের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটলেও নারী একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে না যায়। হানাফি ফিকহ খলওয়াত বা নির্জনবাসকেও সহবাসের মর্যাদা দিয়ে নারীর অধিকারকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

প্রশ্ন-৩২: নিকাহের ক্ষেত্রে কুফু (সামাজিক সমতা)-এর প্রয়োজনীয়তা কী? কুফুর ক্ষেত্রে হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

ما هي ضرورة الكفاءة في النكاح؟ وناقش توجه المذهب الحنفي في (مسألة الكفاءة)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি বিবাহ ব্যবস্থায় দাম্পত্য জীবনকে সুখি ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক ও সামাজিক মিল থাকা অত্যন্ত জরুরি। একেই ফিকহের পরিভাষায় 'কুফু' বা 'কাফাআহ' বলা হয়। হানাফি মাযহাবে বিবাহের স্থায়িত্ব ও

অভিভাবকের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে কুফুর ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

১. কুফু বা কাফাআহ-এর পরিচয় (تَعْرِيفُ الْكَفَاءَةِ):

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কুফু' (الْكُفُوءُ) শব্দের অর্থ হলো—সমকক্ষ, সমান বা সাদৃশ্যপূর্ণ।
- **পারিভাষিক সংজ্ঞা:**

"هِيَ مُسَاوَاةُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ فِي أُمُورٍ مَخْصُوصَةٍ، دَفْعًا لِلْعَارِ."

(কুফু হলো নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক ও গুণগত বিষয়ে বরের কনের সমকক্ষ হওয়া, যাতে কনের পরিবারের ওপর কোনো অপমান বা লজ্জা আপতিত না হয়।)

লক্ষ্যণীয়: কুফু কেবল বরের জন্য শর্ত (বরকে কনের সমান হতে হবে), কনে বরের চেয়ে নিচু বংশের হলে কোনো সমস্যা নেই।

২. কুফুর প্রয়োজনীয়তা (ضَرُورَةُ الْكَفَاءَةِ):

শরিয়তে কুফুর বিধান রাখা হয়েছে দুটি কারণে:

১. দাম্পত্য সম্প্রীতি: স্বামী-স্ত্রীর জীবনাচার, রুচি ও সামাজিক অবস্থান এক হলে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও বোঝাপড়া সহজ হয়।

২. অভিভাবকের সম্মান: অসম বা নিচু ঘরে মেয়ের বিয়ে হলে তা কনের পরিবারের জন্য সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে। তাই এটি অভিভাবকের (Wali) একটি অধিকার।

৩. হানাফি মাযহাবের দৃষ্টিভঙ্গি (مَوْقِفُ الْحَنَفِيَّةِ):

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, কুফু বিবাহের 'সিহহাত' বা শুদ্ধ হওয়ার শর্ত নয়, বরং এটি 'লুজুম' বা বিবাহ অপরিহার্য হওয়ার শর্ত। অর্থাৎ, কুফু না মিললেও বিয়ে হয়ে যাবে, কিন্তু অভিভাবক চাইলে তা ভেঙে দিতে পারেন।

হানাফি মতে কুফুর বিবেচ্য বিষয়গুলো হলো ৬টি:

১. **নসব বা বংশ (النَّسَبُ):** কুরাইশরা একে অপরের কুফু, আরবরা একে অপরের কুফু। অনারব বা আজমি পুরুষ আরব নারীর কুফু হতে পারে না।

২. **ইসলাম (الْإِسْلَامُ):** যার বাবা-দাদা মুসলিম ছিল, সে নওমুসলিমের (যার বাবা কাফের ছিল) চেয়ে মর্যাদাবান। তাই নওমুসলিম পুরুষ পৈতৃক মুসলিম নারীর কুফু নয়।

৩. **পেশা (الْحِرْفَةُ):** পেশার কারণে সামাজিক মর্যাদা বাড়ে-কমে। হানাফি মতে, নাপিত বা কসাই শিক্ষকের বা ব্যবসায়ীর মেয়ের কুফু হতে পারে না। (এটি সামাজিক প্রথার ওপর নির্ভরশীল)।

৪. **দ্বীনদারিতা (الدِّيَانَةُ):** একজন ফাসেক বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তি সতী-সাধ্বী ও পরহেজগার নারীর কুফু হতে পারে না।

৫. **সম্পদ (الْمَالُ):** সম্পদের ক্ষেত্রে শুধু এতটুকু দেখা হবে যে, বরের মোহর ও ভরণপোষণ দেওয়ার ক্ষমতা আছে কি না। খুব ধনী হতে হবে—এমন শর্ত নেই।

৬. **স্বাধীনতা (الْحُرِّيَّةُ):** দাস বা গোলাম স্বাধীন নারীর কুফু নয়। (বর্তমানে এটি প্রযোজ্য নয়)।

৪. অসম বিবাহের হুকুম:

হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্কা নারী অভিভাবকের অনুমতি ছাড়াই কোনো 'গাইরে কুফু' (অসম বা নিচু) ছেলের সাথে বিয়ে করে, তবে:

- **অভিভাবকের অধিকার:** মেয়ের অভিভাবক (বাবা/ভাই) কাজীর কাছে নালিশ করে এই বিয়ে ভেঙে দিতে পারেন।
- **কার্যকারিতা:** যতক্ষণ কাজী বিচ্ছেদ না ঘটাচ্ছেন, ততক্ষণ বিয়েটি বহাল থাকবে। আর যদি অভিভাবক মেনে নেন, তবে বিয়েটি সম্পূর্ণ সহীহ হয়ে যাবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, কুফু কোনো অহংকার বা বর্ণবাদের বিষয় নয়, বরং এটি একটি সামাজিক বাস্তবতা। হানাফি মাযহাব বাস্তবতাকে স্বীকার করে পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার স্বার্থে কুফুর বিধানকে গুরুত্ব দিয়েছে।

প্রশ্ন-৩৩: নিকাহের ক্ষেত্রে সাক্ষী (শাহাদাত)-এর বিধান কী? সাক্ষী না থাকলে বা সাক্ষী ফাসেক হলে নিকাহের হুকুম কী হবে?
(ما هو حكم الشهادة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح إذا لم يوجد شهود أو كان الشهود فساقا؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ বা নিকাহ কোনো গোপন সম্পর্ক নয়, বরং এটি একটি প্রকাশ্য সামাজিক চুক্তি। এই চুক্তির বৈধতার জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি অপরিহার্য। হানাফি ফিকহ সাক্ষীর যোগ্যতা ও উপস্থিতির বিষয়ে অত্যন্ত স্পষ্ট ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: "অভিভাবক ও দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী ছাড়া কোনো নিকাহ নেই।"

১. নিকাহে সাক্ষীর বিধান (حُكْمُ الشَّهَادَةِ فِي النِّكَاحِ):

হানাফি মাযহাব মতে, বিবাহের আকদ বা চুক্তির সময় সাক্ষী উপস্থিত থাকা বিবাহের 'রুকন' বা অন্যতম ফরজ শর্ত। সাক্ষী ছাড়া বিবাহ 'ফাসিদ' (ত্রুটিপূর্ণ) বা বাতিল বলে গণ্য হবে।

- **সাক্ষীর সংখ্যা ও যোগ্যতা:** কমপক্ষে **দুজন পুরুষ** অথবা **একজন পুরুষ ও দুজন নারী** হতে হবে। তাদের অবশ্যই মুসলিম, বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) এবং আকেল (সুস্থ মস্তিষ্কের) হতে হবে।

২. সাক্ষী না থাকলে বিবাহের হুকুম (حُكْمُ النِّكَاحِ بِلَا شُهُودٍ):

যদি বর ও কনে গোপনে একাকী ইজাব-কবুল করে এবং সেখানে কোনো সাক্ষী না থাকে, তবে হানাফি ফিকহ অনুযায়ী:

- এই বিবাহ **শুদ্ধ (সহীহ) হবে না**।

- একে 'ফাসিদ' নিকাহ বলা হবে। তাদের স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করা হারাম এবং অবিলম্বে আলাদা হয়ে যেতে হবে। তবে যদি ভুলবশত সংসার করে ফেলে এবং সন্তান হয়, তবে সন্তানের নসব বা পিতৃপরিচয় সাব্যস্ত হবে (কিন্তু বিয়ে টিকবে না)।

৩. সাক্ষী 'ফাসেক' হলে বিবাহের হুকুম (شَهَادَةُ الْفَاسِقِ):

'ফাসেক' হলো এমন ব্যক্তি, যে কবিরা গুনাহে লিপ্ত (যেমন—বেনামাজি, মদ্যপায়ী বা মিথ্যাবাদী)। সাক্ষী যদি ফাসেক হয়, তবে বিবাহ শুদ্ধ হবে কি না—এ নিয়ে মাযহাবগত মতভেদ রয়েছে।

- শাফেয়ী মাযহাবের মত:

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর মতে, সাক্ষীকে অবশ্যই 'আদেল' (ন্যায়পরায়ণ) হতে হবে। ফাসেক বা পাপিষ্ঠ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। তাই ফাসেক সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিয়ে পড়ালে তা শুদ্ধ হবে না।

- হানাফি মাযহাবের মত:

ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর মতে, সাক্ষীর মূল যোগ্যতা হলো তার 'বিবাহ করার যোগ্যতা' থাকা। একজন ফাসেক ব্যক্তি যেমন নিজের বিয়ে নিজে করতে পারে, তেমনি অন্যের বিয়ের সাক্ষীও হতে পারে।

  - **সিদ্ধান্ত:** সাক্ষী ফাসেক হলেও (এমনকি অন্ধ হলেও), যদি তারা ইজাব-কবুল শুনতে পায় এবং বুঝতে পারে, তবে তাদের উপস্থিতিতে বিবাহ **সম্পূর্ণ সহীহ বা শুদ্ধ হয়ে যাবে**।
  - **যুক্তি:** বিবাহের উদ্দেশ্য হলো প্রচার করা। ফাসেক ব্যক্তিরাও প্রচার করতে সক্ষম। বিয়ের মতো জরুরি বিষয়কে খুব কঠিন শর্তের অধীন করা উচিত নয়।

৪. নারী সাক্ষীর বিধান:

অন্যান্য মাযহাবে বিবাহের জন্য শুধু পুরুষ সাক্ষী জরুরি। কিন্তু হানাফি মাযহাবে নারীর সাক্ষ্যকেও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। তাই একজন পুরুষ ও দুজন নারী

উপস্থিত থাকলেও বিবাহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শুধু নারীরা সাক্ষী হলে বিবাহ হবে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, গোপন প্রেম বা লিভ-টুগেদারকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। বিবাহের পবিত্রতা রক্ষার জন্যই সাক্ষীর শর্ত আরোপ করা হয়েছে। হানাফি মাযহাব মানুষের দুর্বলতা বিবেচনা করে ফাসেক সাক্ষীর মাধ্যমেও বিবাহ শুদ্ধ হওয়ার রায় দিয়েছে, যাতে সমাজে জিনা বা ব্যভিচারের পথ রুদ্ধ হয় এবং হালাল সম্পর্ক সহজ হয়।

প্রশ্ন-৩৪: প্রাপ্তবয়স্ক নারীর নিজের বিবাহ সম্পন্ন করার অধিকার নিয়ে হানাফি ফিকহের অবস্থান ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে আলোচনা কর।
ناقش موقف الفقه الحنفي حول "أحقية الفتاة في إتمام زواجها بنفسها (على ضوء حاشية ابن عابدين)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে নারীকে সম্মানজনক মর্যাদা ও স্বাধীন সত্তা (Legal Entity) প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে বিবাহের মতো জীবনঘনিষ্ঠ সিদ্ধান্তে নারীর মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কের নারী তার অভিভাবক (ওয়ালী) ছাড়া নিজে নিজে বিবাহ করতে পারবে কি না—এ বিষয়ে হানাফি মাজহাবের দৃষ্টিভঙ্গি অন্য মাজহাব থেকে ভিন্ন এবং নারীর স্বাধীনতার পক্ষে অত্যন্ত বলিষ্ঠ।

১. হানাফি ফিকহের মূল অবস্থান (مَوْقِفُ الْحَنَفِيَّةِ):

ইমাম আজম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহবিদদের সর্বসম্মত মত হলো:

"একজন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক (বালেগা) ও সুস্থ মস্তিষ্কের (আকেলা) নারী—কুমারী হোক বা বিধবা—নিজের বিবাহ নিজে সম্পন্ন করার পূর্ণ অধিকার রাখে। তার বিবাহের বৈধতার জন্য অভিভাবকের অনুমতি শর্ত নয়।"

- **দলিল:** পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: *"অতঃপর তারা (নারীরা) নিজেদের ব্যাপারে ন্যায়সংগত যা করবে, তাতে তোমাদের (অভিভাবকদের) ওপর কোনো গুনাহ নেই।"* (সূরা বাকারা: ২৪০)। হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: *"বিধবা নারী তার অভিভাবকের চেয়ে নিজের ব্যাপারে বেশি হকদার।"* (মুসলিম)

২. ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ:

আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার'-এ এ বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ পেশ করেছেন। তিনি নারীর এই অধিকারকে ৩টি স্তরে ভাগ করেছেন:

- (ক) বিবাহের বৈধতা (صِحَّةُ النِّكَاحِ):

আল্লামা শামী বলেন, যদি কোনো প্রাপ্তবয়স্ক নারী সাক্ষী রেখে অভিভাবক ছাড়াই ইজাব-কবুল করে, তবে বিবাহটি 'সহীহ' (শুদ্ধ) এবং 'নাফিজ' (কার্যকর) হয়ে যাবে। একে বাতিল বলার কোনো সুযোগ নেই।

- (খ) কুফু বা সমতা রক্ষা (شَرْطُ الْكَفَاءَةِ):

নারী নিজে বিবাহ করতে পারলেও, অভিভাবকের সম্মানের দিকে লক্ষ্য রেখে 'কুফু' বা সমতার শর্ত দেওয়া হয়েছে। ইবনে আবিদীন (রহ.) বলেন:

"যদি নারী এমন কাউকে বিয়ে করে যে তার 'কুফু' (সমকক্ষ) নয়, তবে অভিভাবক কাজীর মাধ্যমে সেই বিবাহ ভেঙে দেওয়ার অধিকার রাখেন। তবে যতক্ষণ কাজী রায় না দেবেন, ততক্ষণ বিবাহ বহাল থাকবে।"

- (গ) মোহরের পরিমাণ:

যদি নারী 'মহরে মিসল' (পারিবারিক প্রথাগত মোহর)-এর চেয়ে অনেক কম মোহরে বিয়ে করে, তবে অভিভাবক তাতে আপত্তি জানাতে পারেন এবং মোহর পূর্ণ করার দাবি করতে পারেন অথবা বিচ্ছেদ চাইতে পারেন।

৩. অন্যান্য মাজহাবের সাথে পার্থক্য:

- **শাফেয়ী ও মালেকি মাজহাব:** এদের মতে, অভিভাবক (ওয়ালী) ছাড়া নারীর বিবাহ কোনোভাবেই সহীহ হবে না। তাদের কাছে ওয়ালী হলো বিবাহের 'রুকন'।
- **হানাফি মাজহাব:** ওয়ালী থাকা উত্তম বা সুন্নাত, কিন্তু ওয়াজিব বা শর্ত নয়। তাই ওয়ালী না থাকলেও বিয়ে হয়ে যাবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হানাফি ফিকহ নারীর ব্যক্তিস্বাধীনতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর মতে, অভিভাবক ছাড়া বিয়ে করা সামাজিকভাবে অপছন্দনীয় (মাকরুহ) হতে পারে, কিন্তু শরিয়তের দৃষ্টিতে তা সম্পূর্ণ বৈধ। তবে বংশমর্যাদা রক্ষার স্বার্থে শরিয়ত অভিভাবককে 'কুফু' যাচাই করার অধিকার দিয়েছে।

প্রশ্ন-৩৫: এক ব্যক্তির জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধান কী? এর শর্ত ও সীমাবদ্ধতাগুলো আলোচনা কর।
(ما هو حكم تعدد الزوجات للرجل؟ ناقش شروطها وقيودها)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলাম পুরুষদের জন্য শর্তসাপেক্ষে একাধিক বিবাহের অনুমতি দিয়েছে। এটি কোনো অবাধ লাইসেন্স নয়, বরং এতিম, বিধবা ও নারীদের সুরক্ষার জন্য একটি সমাজতাত্ত্বিক সমাধান। ইসলামি শরিয়তে বহুবিবাহের বিধানটি ন্যায়পরায়ণতা বা 'আদল'-এর কঠিন শর্তের সাথে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত।

১. একাধিক বিবাহের শরিয়ি বিধান (الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ):

ইসলামে একজন পুরুষের জন্য একসাথে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখা 'জায়েজ' বা বৈধ (মুবাহ)। এটি ফরজ বা ওয়াজিব নয়।

- **কুরআনের দলিল:**

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا " فَوَاحِدَةً"

(তোমাদের পছন্দমতো নারীদের বিয়ে কর—দুই, তিন বা চার। কিন্তু যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, তাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে বিয়ে কর। - সূরা নিসা: ৩)

২. একাধিক বিবাহের শর্তাবলী (الشُّرُوطُ):

শরিয়ত বহুবিবাহের জন্য কঠোর শর্ত আরোপ করেছে। যথা:

- (ক) আদল বা ন্যায়বিচার (الْعَدْلُ):

এটিই প্রধান শর্ত। স্বামীদের জন্য স্ত্রীদের মধ্যে সময় বণ্টন (মাবিত), খাদ্য, বস্ত্র, এবং বাসস্থানের ক্ষেত্রে পুরোপুরি সমতা রক্ষা করা ফরজ।

  - যদি কেউ জানে যে সে ইনসাফ করতে পারবে না, তবে তার জন্য দ্বিতীয় বিবাহ করা **হারাম** বা নাজায়েজ।
  - *দ্রষ্টব্য:* অন্তরের ভালোবাসা বা আবেগের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, তাই আল্লাহ এতে ছাড় দিয়েছেন। কিন্তু বাহ্যিক আচরণে সমতা জরুরি।

- (খ) আর্থিক সক্ষমতা (الْقُدْرَةُ الْمَالِيَّةُ):

স্বামীর অবশ্যই একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণ (নাফাকাহ) এবং পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা করার মতো আর্থিক সচ্ছলতা থাকতে হবে। সামর্থ্য না থাকলে একাধিক বিয়ে করা জায়েজ নেই।

- (গ) শারীরিক সক্ষমতা:

স্ত্রীদের জৈবিক চাহিদা পূরণ করার মতো শারীরিক শক্তি ও সুস্থতা থাকা জরুরি।

৩. সীমাবদ্ধতা বা নিষেধাজ্ঞা (الْقُيُودُ):

একাধিক বিবাহের ক্ষেত্রে কিছু আত্মীয়কে একত্রে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম। একে 'হারামু জাম' (একত্রীকরণ হারাম) বলা হয়। যেমন:

- **১. দুই বোনকে একত্রে রাখা:** কোনো ব্যক্তি একই সাথে দুই বোনকে স্ত্রী হিসেবে রাখতে পারবে না। একজনকে তালাক দেওয়ার বা মৃত্যুর পরই কেবল অন্য বোনকে বিয়ে করা যাবে।

- **২. ফুফু-ভাতিজি বা খালা-ভাগ্নি:** রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন কোনো নারীকে তার ফুফু বা খালার সাথে সতীন হিসেবে একত্র করতে। কারণ এতে আত্মীয়তার সম্পর্ক (সিলাহুর রাহিম) নষ্ট হয়।

- **৩. চারের অধিক:** একই সময়ে চারের অধিক স্ত্রী রাখা হারাম। পঞ্চম স্ত্রী গ্রহণ করতে হলে আগের চারজনের একজনকে অবশ্যই তালাক দিতে হবে বা মারা যেতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বহুবিবাহ ইসলামের একটি ব্যতিক্রমী অনুমতি, যা বিশেষ সামাজিক প্রয়োজনে (যেমন- যুদ্ধের পর নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি) ব্যবহৃত হয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যদি কোনো ব্যক্তি ইনসাফ কায়েম করতে না পারে, তবে তার জন্য এক স্ত্রীতে সন্তুষ্ট থাকাই নিরাপদ। কারণ কুরআনে বলা হয়েছে, "ইনসাফ না করতে পারলে একজনই যথেষ্ট।"

প্রশ্ন-৩৬: মুত'আ (সাময়িক বিবাহ) ও নিকাহ মুয়াক্কাত (নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহ)-এর বিধান কী? হানাফি ফিকহে এগুলোর হুকুম সবিস্তারে ব্যাখ্যা কর। (ما هو حكم زواج المتعة والنكاح المؤقت؟ اشرح بالتفصيل حكم هذه الأنواع في الفقه الحنفي)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি শরিয়তে বিবাহ হলো একটি স্থায়ী এবং পবিত্র বন্ধন, যার উদ্দেশ্য হলো বংশ রক্ষা করা এবং চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জন করা। সাময়িক যৌন তৃপ্তির জন্য ইসলামে বিবাহের কোনো স্থান নেই। 'মুত'আ' এবং 'নিকাহ মুয়াক্কাত'— উভয়টিই অস্থায়ী বিবাহের রূপ, যা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত এবং বিশেষ করে হানাফি ফিকহে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ ও বাতিল।

১. পরিচয় (التَّعْرِيفُ):

- (ক) মুত'আ বিবাহ (نِكَاحُ الْمُتْعَةِ):

মুত'আ শব্দের অর্থ হলো—উপভোগ বা ফায়দা নেওয়া। পরিভাষায়, কোনো নারীর সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য (যেমন—১ দিন বা ১ মাস) নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে সহবাস করার চুক্তি করাকে মুত'আ বলে। এখানে 'বিবাহ' শব্দটি ব্যবহার না করে সরাসরি 'মুত'আ' বা উপভোগ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

- (খ) নিকাহ মুয়াক্কাত (النِّكَاحُ الْمُؤَقَّتُ):

এটি হলো এমন বিবাহ, যেখানে সাক্ষীদের উপস্থিতিতে ইজাব-কবুল করা হয়, কিন্তু বিবাহের চুক্তির মধ্যেই একটি সময়সীমা উল্লেখ থাকে। যেমন—বলা হলো, "আমি তোমাকে ১ বছরের জন্য বিবাহ করলাম।"

২. হানাফি ফিকহে এগুলোর হুকুম (الْحُكْمُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ):

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) এবং হানাফি ফিকহবিদদের সর্বসম্মত ফতোয়া হলো:

"মুত'আ এবং নিকাহ মুয়াক্কাত—উভয়টিই 'বাতিল' (অকার্যকর) এবং 'হারাম' (নিষিদ্ধ)।"

- **মুত'আর বিধান:** এটি সরাসরি জিনা বা ব্যভিচার হিসেবে গণ্য। এর মাধ্যমে কোনো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় না, মোহর ওয়াজিব হয় না, তালাকের প্রয়োজন হয় না এবং সন্তানের নসব বা বংশ সাব্যস্ত হয় না (যদি না কাজীর ভুল ফয়সালা থাকে)।
- **নিকাহ মুয়াক্কাতের বিধান:** হানাফি মতে, বিবাহের মূল উদ্দেশ্য হলো স্থায়িত্ব (Dawam)। যখনই সময় উল্লেখ করে স্থায়িত্বের শর্ত নষ্ট করা হয়, তখন সেই বিবাহ বাতিল হয়ে যায়।

৩. নিষিদ্ধ হওয়ার দলিল (أَدِلَّةُ التَّحْرِيمِ):

- **হাদিস শরিফ:** হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সা.) খায়বারের যুদ্ধের দিন নারীদের সাথে মুত'আ বিবাহ করতে এবং গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।" (বুখারি ও মুসলিম)

অন্য হাদিসে রাসূল (সা.) বলেছেন: "হে লোকসকল! আমি তোমাদের মুত'আ করার অনুমতি দিয়েছিলাম। কিন্তু এখন আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তা হারাম করে দিয়েছেন।" (মুসলিম)

- **কুরআনের দলিল:** আল্লাহ তাআলা মুমিনদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, *"যারা নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে, কেবল নিজেদের স্ত্রী ও দাসী ছাড়া..."* (সূরা মুমিনুন)। মুত'আ করা নারী আইনগতভাবে 'স্ত্রী' নয় (কারণ তার মিরাস নেই, তালাক নেই), আবার 'দাসী'ও নয়। তাই তার সাথে সম্পর্ক রাখা হারাম।

৪. বিভ্রান্তি নিরসন:

ইসলামের শুরুর যুগে যুদ্ধের ময়দানে বিশেষ প্রয়োজনে সাময়িকভাবে মুত'আ বৈধ ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে তা চূড়ান্তভাবে রহিত (মানসুখ) হয়ে গেছে। বর্তমানে শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু অংশ ছাড়া গোটা মুসলিম উম্মাহ একে হারাম মনে করে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বিবাহ কোনো খেলা বা ভাড়ার চুক্তি নয়। হানাফি ফিকহ অনুযায়ী, যে বিবাহে সময়ের শর্ত থাকে, তা বিবাহ নয় বরং ব্যভিচারের নামান্তর। তাই মুত'আ ও নিকাহ মুয়াক্কাত সম্পূর্ণ বর্জনীয়।

প্রশ্ন-৩৭: স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অধিকার ও কর্তব্যগুলো কী কী? এগুলোর ভারসাম্য রক্ষায় শরীয়তের নির্দেশনা আলোচনা কর।
ما هي الحقوق والواجبات بين الزوجين؟ ناقش إرشادات الشريعة في (الحفاظ على التوازن بين هذه الحقوق)

উত্তর:

ভূমিকা:

সুখি দাম্পত্য জীবন ও সুশৃঙ্খল পরিবারের ভিত্তি হলো স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার (Haqooq) ও কর্তব্য (Wajib) সচেতনতা। ইসলাম পুরুষ ও নারীকে একে অপরের পরিপূরক হিসেবে ঘোষণা করেছে এবং উভয়ের জন্য ইনসাফপূর্ণ অধিকার নির্ধারণ করেছে। আল্লাহ বলেন: "নারীদের তেমনি

ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের ওপর পুরুষদের অধিকার।" (সূরা বাকারা: ২২৮)

১. স্ত্রীর অধিকার বা স্বামীর কর্তব্য (حُقُوقُ الزَّوْجَةِ):

স্বামীর ওপর স্ত্রীর অধিকারগুলো প্রধানত দুই প্রকার:

- (ক) আর্থিক অধিকার:

১. মোহর (Mahr): এটি স্ত্রীর একচ্ছত্র মালিকানা। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই এটি স্বামীর ওপর ওয়াজিব হয়।

২. ভরণপোষণ (Nafakah): স্ত্রীর খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার খরচ বহন করা স্বামীর ওপর ফরজ, স্ত্রী ধনী হলেও।

- (খ) অনার্থিক বা আচরণগত অধিকার:

১. সদ্ব্যবহার (Husne Khulq): স্ত্রীর সাথে কোমল ও সুন্দর আচরণ করা। রাসূল (সা.) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।"

২. নিরাপত্তা ও সম্মান: স্ত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন না করা।

৩. ইনসাফ: একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা।

২. স্বামীর অধিকার বা স্ত্রীর কর্তব্য (حُقُوقُ الزَّوْجِ):

স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকারগুলো মূলত আনুগত্য ও সম্মানের সাথে জড়িত:

- **১. আনুগত্য (Ta'at):** শরিয়তসম্মত সব কাজে স্বামীর নির্দেশ মান্য করা স্ত্রীর ওপর ওয়াজিব। তবে অনৈসলামিক নির্দেশে আনুগত্য নেই।
- **২. সতীত্ব ও সম্পদ রক্ষা:** স্বামীর অনুপস্থিতিতে নিজের ইজ্জত-আব্রু এবং স্বামীর সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করা।
- **৩. গৃহের শৃঙ্খলা:** স্বামীর অনুমতি ছাড়া তার অপছন্দনীয় কাউকে ঘরে প্রবেশ করতে না দেওয়া।
- **৪. নিজেকে উপস্থাপন:** স্বামীর জন্য নিজেকে সাজিয়ে রাখা এবং তার ডাকে সাড়া দেওয়া (শারীরিক ও মানসিকভাবে)।

৩. পারস্পরিক বা যৌথ অধিকার (الْحُقُوقُ الْمُشْتَرَكَةُ):

কিছু অধিকার উভয়ের জন্য সমান। যেমন:

- একে অপরের সাথে হালাল পন্থায় যৌন প্রশান্তি লাভ করা।
- একে অপরের সাথে সুন্দর সাহচর্য বা বন্ধুত্ব বজায় রাখা।
- সন্তানের বংশ পরিচয় বা নসব সাব্যস্ত করা।
- একে অপরের মৃত্যুর পর মিরাস বা উত্তরাধিকার লাভ করা।

৪. ভারসাম্য রক্ষায় শরিয়তের নির্দেশনা:

দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য রক্ষার জন্য শরিয়ত 'কাওয়াম' (তত্ত্বাবধায়ক) বা নেতৃত্বের দায়িত্ব পুরুষকে দিয়েছে।

"الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ"

(পুরুষরা নারীদের ওপর দায়িত্বশীল/কর্তৃত্বকারী... - সূরা নিসা: ৩৪)

- **ব্যাখ্যা:** এর অর্থ স্বৈরাচারী শাসন নয়, বরং এর অর্থ হলো ব্যবস্থাপনা ও সুরক্ষার দায়িত্ব (Management & Protection)। পুরুষ কষ্ট করে উপার্জন করে পরিবার চালাবে, আর নারী ঘরোয়া প্রশান্তি নিশ্চিত করবে—এভাবেই শরিয়ত কর্মবন্টনের মাধ্যমে ভারসাম্য এনেছে। যেখানে দয়া (মাওয়াদ্দাহ) ও রহমত হবে তাদের সম্পর্কের ভিত্তি।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, অধিকার চেয়ে নেওয়ার চেয়ে অধিকার আদায় করার প্রতি ইসলাম বেশি জোর দিয়েছে। স্বামী যদি তার কর্তব্য পালন করে এবং স্ত্রী যদি তার দায়িত্ব পালন করে, তবে সেই পরিবারে জান্নাতি সুখ বিরাজ করে। হানাফি ফিকহে এই অধিকারগুলো আইনি বাধ্যবাধকতার চেয়েও বেশি ধর্মীয় ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৩৮: বিবাহের ক্ষেত্রে শরীয়ত অনুমোদিত শর্তাবলি কী কী? ফাসিদ বা বাতিল শর্তের কারণে নিকাহ-এর হুকুম কী হয়?
(ما هي الشروط المشروعة في النكاح؟ وماذا يكون حكم النكاح بسبب الشروط الفاسدة أو الباطلة؟)

উত্তর:

ভূমিকা:

বিবাহ একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি। অন্য যেকোনো চুক্তির মতো বিবাহেও শর্ত আরোপ করা যায়। তবে বিবাহের শর্তগুলো ব্যবসার শর্তের মতো নয়। হানাফি ফিকহে বিবাহের পবিত্রতা রক্ষা এবং একে সহজ করার লক্ষ্যে শর্তের বিষয়ে বিশেষ বিধান দেওয়া হয়েছে।

১. শরীয়ত অনুমোদিত বা সহীহ শর্তাবলি (الشُّرُوطُ الصَّحِيحَةُ):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্য ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সেগুলোই শরীয়ত অনুমোদিত শর্ত। যেমন:

- **মহর ও ভরণপোষণ:** স্ত্রী শর্ত দিল যে, "আমাকে মোহরানা নগদ দিতে হবে" বা "আমার ভরণপোষণ সঠিকভাবে দিতে হবে"।
- **সামাজিক মর্যাদা:** স্বামী শর্ত দিল যে, স্ত্রীকে তার ঘরেই থাকতে হবে (শরিয়ত সম্মত পর্দায়)।
- **ফলাফল:** এই শর্তগুলো পূর্ণ করা স্বামীর ওপর **ওয়াজিব**। এগুলো না মানলে স্ত্রী কাজীর মাধ্যমে প্রতিকার চাইতে পারে।

২. ফাসিদ বা বাতিল শর্ত (الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ):

যেসব শর্ত বিবাহের মূল উদ্দেশ্যের (যেমন—সহবাস, বংশবৃদ্ধি, বা পারস্পরিক অধিকার) পরিপন্থী অথবা শরিয়ত বিরোধী, সেগুলোকে ফাসিদ শর্ত বলে।

- **উদাহরণ:**
  - স্ত্রী শর্ত দিল: "বিয়ে করব কিন্তু আমার সাথে সহবাস করা যাবে না।"
  - অথবা বলল: "বিয়ে করব কিন্তু আমাকে মোহর দেওয়া যাবে না।"

- অথবা স্বামী শর্ত দিল: "আমি তোমাকে নিয়ে অন্য শহরে যাব না" বা "আমি দ্বিতীয় বিয়ে করব না" (হানাফি মতে এটি ফাসিদ শর্ত, কারণ দ্বিতীয় বিয়ে স্বামীর শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার)।

৩. ফাসিদ শর্তের কারণে নিকাহ-এর হুকুম (حُكْمُ النِّكَاحِ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ):

অন্যান্য সাধারণ চুক্তি (যেমন—বেচাকেনা) ফাসিদ শর্তের কারণে বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু বিবাহের বিধান ভিন্ন। হানাফি ফিকহের মূলনীতি হলো:

"النِّكَاحُ لَا يَفْسُدُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ، بَلْ يَبْطُلُ الشَّرْطُ وَيَصِحُّ النِّكَاحُ."

(ফাসিদ বা অবৈধ শর্তের কারণে নিকাহ ফাসিদ বা বাতিল হয় না; বরং শর্তটি বাতিল হয়ে যায় এবং নিকাহ সহীহ বা শুদ্ধ হয়ে যায়।)

- **বিশ্লেষণ:** যদি কেউ শর্ত করে বিয়ে করে যে, "আমি তোমাকে মোহর দেব না"—তবে এই শর্তটি বাতিল (Laghw) গণ্য হবে, কিন্তু বিয়ে **সম্পূর্ণ শুদ্ধ** হবে এবং শরিয়ত অনুযায়ী 'মহরে মিসল' (প্রথাগত মোহর) ওয়াজিব হয়ে যাবে।
- **যুক্তি:** বিবাহের বিষয়টি মানুষের ইজ্জত ও বংশের সাথে জড়িত। সামান্য শর্তের ভুলে যাতে বিয়ে বাতিল না হয়ে যায় এবং জিনার দরজা না খোলে, তাই শরিয়ত শর্তকে উপেক্ষা করে বিয়েকে বহাল রেখেছে।

৪. তালাকের অধিকার অর্পণের শর্ত (শর্তে তাফবীজ):

একটি বিশেষ ক্ষেত্র হলো—যদি বিবাহের সময় স্ত্রী শর্ত দেয়, "আমাকে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা (তাফবীজে তালাক) দিতে হবে"—তবে এই শর্তটি সহীহ ও কার্যকর। এটি ফাসিদ নয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, বিবাহে শর্ত দেওয়া ও নেওয়া সতর্কতার বিষয়। হানাফি মাজহাবের উদারতা হলো—মানুষের ভুলে দেওয়া অবৈধ শর্তগুলো তারা ধর্তব্য মনে করে না, বরং আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিয়েকে টিকিয়ে রাখে এবং স্বামীদের তাদের ন্যায্য অধিকার ও দায়িত্ব পালনে বাধ্য করে।

প্রশ্ন-৩৯: বিবাহের ক্ষেত্রে 'উরফ' (প্রথা বা স্থানীয় রীতি)- এর ভূমিকা কতটুকু? ইবনে আবিদীনের হাশিয়ার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

(ما هو دور "العرف" في النكاح؟ حلل ذلك على ضوء حاشية ابن عابدين)

উত্তর:

ভূমিকা:

ইসলামি আইন বা ফিকহ শাস্ত্রের অন্যতম উৎস হলো 'উরফ' (Custom) বা প্রচলিত প্রথা। শরিয়তের স্পষ্ট বাণীর (নস) সাথে সাংঘর্ষিক না হলে ফিকহবিদগণ উরফের ভিত্তিতে অনেক সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। হানাফি ফিকহের শেষ যুগের প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) তাঁর 'রদ্দুল মুহতার' বা শামীর হাশিয়ায় বিবাহের ক্ষেত্রে উরফের প্রভাব বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

১. উরফের অবস্থান ও মূলনীতি:

আল্লামা ইবনে আবিদীন (রহ.) উরফের গুরুত্ব বোঝাতে ফিকহী মূলনীতি উল্লেখ করেছেন:

"الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا."

(সামাজিকভাবে বা প্রথাগতভাবে যা পরিচিত বা স্বীকৃত, তা চুক্তিতে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করার মতোই কার্যকর।)

এবং "الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ." (প্রথার দ্বারা যা প্রমাণিত, তা যেন শরিয়তের দলিলের দ্বারাই প্রমাণিত—যদি তা নসের বিরোধী না হয়)।

২. বিবাহের ক্ষেত্রে উরফের প্রয়োগ ক্ষেত্রসমূহ:

ইবনে আবিদীন (রহ.)-এর বিশ্লেষণ অনুযায়ী বিবাহের নিম্নলিখিত বিষয়গুলোতে 'উরফ' বিচারকের ভূমিকা পালন করে:

- (ক) মহরে মিসল নির্ধারণে (تَقْدِيرُ مَهْرِ الْمِثْلِ):

যখন মোহর নির্ধারিত থাকে না, তখন 'মহরে মিসল' দিতে হয়। এটি নির্ধারণের মাপকাঠি হলো কনের পিতৃকুলের নারীদের মোহর। কিন্তু যুগের পরিবর্তনে মুদ্রার

মান বা সামাজিক অবস্থান বদলালে, তৎকালীন সমাজের 'উরফ' বা প্রচলন দেখেই মোহরের পরিমাণ ঠিক করা হবে।

- (খ) কুফু বা সমতা যাচাইয়ে (فِي الْكَفَاءَةِ):

বিবাহে 'কুফু' বা সামাজিক সমতা অত্যন্ত জরুরি। আল্লামা শামী বলেন, কোনো পেশা সম্মানজনক নাকি অসম্মানজনক—তা নির্ধারণ করবে সেই যুগের 'উরফ'।

  - *উদাহরণ:* এক সময় যারা কাপড় বুনত বা সেলাই করত, তাদের নিচু মনে করা হতো। কিন্তু বর্তমান উরফে যদি কোনো বড় গার্মেন্টস ব্যবসায়ী বা ফ্যাশন ডিজাইনারকে সম্মানের চোখে দেখা হয়, তবে তারা উচ্চ বংশের মেয়ের 'কুফু' হতে পারবে। এটি সম্পূর্ণ উরফের ওপর নির্ভরশীল।

- (গ) জাহেজ বা উপঢৌকন (الْجَهَازُ):

বিবাহের সময় কনে বাবার বাড়ি থেকে যা নিয়ে আসে বা স্বামী যা পাঠায়, বিচ্ছেদ হলে সেগুলোর মালিক কে হবে? এ বিষয়ে ইবনে আবিদীন বলেন, এটি স্থানীয় প্রথার ওপর ভিত্তি করে ফয়সালা হবে। যদি উরফ এমন হয় যে, এগুলো উপহার—তবে ফেরত পাবে না। আর যদি উরফ হয় যে, এগুলো ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছে—তবে ফেরত পাবে।

- (ঘ) মোহর দ্রুত বা বিলম্বে প্রদান (الْمُعَجَّلُ وَالْمُؤَجَّلُ):

মোহরের কতটুকু অংশ বিয়ের সময় নগদ (মুয়াজ্জাল) দিতে হবে এবং কতটুকু বাকি (মুয়াজ্জল) রাখা যাবে—তা যদি চুক্তিতে উল্লেখ না থাকে, তবে সমাজের প্রচলন (উরফ) অনুযায়ী তা আদায় করতে হবে।

উপসংহার:
আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী (রহ.) প্রমাণ করেছেন যে, ফিকহ কোনো স্থবির বিষয় নয়। বিবাহের মতো সামাজিক বন্ধনে 'উরফ' বা প্রথাকে গুরুত্ব দেওয়ার মাধ্যমেই শরিয়ত সব যুগের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য ও পালনযোগ্য হয়ে উঠেছে। সুতরাং, শরিয়তের হারাম-হালাল ঠিক রেখে স্থানীয় ভালো প্রথাগুলো বিবাহের অংশ হিসেবে গণ্য হবে।